NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

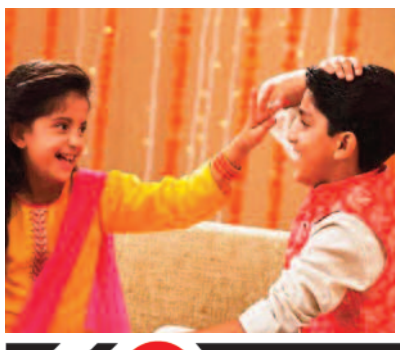

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভাইফোঁটা: শত উপহারের থেকেও অমূল্য হল ভাই বোনের ভালোবাসা

ইন্ডিয়া জোটে ফাটল! জাতগণনার প্রসঙ্গে রাহুলকে খোঁচা অখিলেশের ৭

কলকাতা ১৫ নভেম্বর ২০২৩ ২৮ কার্তিক ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 15.11.2023, Vol.17, Issue No. 153, 8 Pages, Price 3.00

‘বড়ভাই’ তৃণমূল নেতাকে খুনের নির্দেশ দিয়েছিলেন!

পুলিশি জেরায় দাবি ধৃত শাহরুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে শাহরুলকে। মঙ্গলবার তাঁকে বারুইপুর আদালতে হাজির করানো হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি দাবি করেন, ‘আমি খুন করিনি। খুন করেছে সাহাবুদ্দিন। খুন করার অর্ডার দিয়েছিল বড়ভাই। নাসির।’ এর পর এই ‘বড়ভাই’য়ের হদিসও দিয়েছেন শাহরুল। জানিয়েছেন, আদতে তিনি ফেরি এবং চুরির কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি ডায়মন্ড হারবারের নেতড়ায়। সেখান থেকে তাঁকে চুরির কথা বলে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর কথায়, ‘ফেরি ও চুরির কাজ করতাম। আমি খুন করিনি। বড়ভাই, যাঁর বাড়ি সংগ্রামপুর সংলগ্ন টেকপাঁজা, তিনি নিয়ে আসেন। চুরির কথা বলেই আনা হয়েছিল। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা পাইনি।’ শাহরুল আরও দাবি করেছেন, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন।

তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিনের খুনের পর ‘গণপিটুনি’তে সাহাবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। ধৃত শাহরুল দাবি করেছেন, এই সাহাবুদ্দিনই খুন করেছেন তৃণমূল নেতাকে। তিনি খুন করেননি। নিরাপত্তার কারণে গ্রেপ্তার করার পর জয়নগর থানার পুলিশ শাহরুলকে বারুইপুর থানায় রাখে। মঙ্গলবার দুপুরে বারুইপুর থানা থেকে তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়। জয়নগর থানার পক্ষ থেকে শাহরুলের ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজত চাওয়া হয়। অভিযুক্তের পক্ষে কেউ আইনজীবী ছিলেন না। বিচারক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে কি না! জবাবে তিনি জানান, তৃণমূল নেতার মৃত্যুর পর মারধর খাওয়ায় তাঁর শরীর খুব খারাপ। এর পরেই তদন্তকারী অফিসারকে সঠিক সময়ে ধৃতের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দেন বিচারক। কোর্ট লকআপে যাতে কোনও অত্যাচার না হয়, তা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতকে ১০ দিনের জন্য পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বারুইপুর আদালত।

ইনসেটে ধৃত শাহিরুল

খুনের হুমকি শওকত মোল্লাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র একদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে খুন হয়েছেন তৃণমূল নেতা। এবার সেই জেলারই শাসকদলের বিধায়ককে খুনের হুমকি দিল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এ নিয়ে ভাঙড় থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন বিধায়ক। হুমকি আসা ফোন নম্বরটি প্রকাশ্যে এনেছেন শওকত। বিধায়ককে ফোন করে বলা হয়েছে, ‘গতকাল খুন করেছি। তোকেও খুন করে দেব। ভাঙড় নয়তো ক্যানিংয়ে খুন করব। তৈরি থাকিস।’ তবে ‘উড়ো’ হুমকি নিয়ে সামান্য বিচলিত নন বিধায়ক। তাঁর কথায়, ‘আমি শহিদ হতে ভয় পাই না।’ তবে হুমকির কথা ইতিমধ্যে পুলিশ সুপারকে জানিয়েছেন শওকত। দায়ের করেছেন অভিযোগও।

যুবক। তার পর তিনি চলে আসেন বামনগাছি এলাকায়। সোমবার তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুনের সময় তিনিও ছিলেন। পুলিশের দাবি, শাহরুলই খবর দিতেন যে, কখন নমাজ পড়তে মসজিদে যান সইফুদ্দিন। তাঁর কথা মতোই ‘অপারেশন’-এর সময় ঠিক করে নেন।

নৈহাটিতে বড়মার কাছে পুজো দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির শ্যামা পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ রোডের বড় কালী। জনমানসে বড় কালী আজ বড়মা হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। এবার বড়মার পুজো শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে বড়মার কাছে পুজো দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রথমে তিনি বিশালাকার মাটির প্রতিমার সামনে পুজো দেন। তারপর নবনির্মিত মন্দিরে তিনি প্রবেশ করেন। বড়মার কষ্টি পাথরের নয়া মূর্তির সামনে বসে পড়ে নিষ্ঠা সহকারে পুজো দিলেন। তিনি নিজের হাতে আরতিও করলেন।

এরপর মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এদিন অভিষেকের হাতে বড়মার ছবি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বড়মার একটি শাড়ি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটিও অর্পণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে অভিষেকের জন্মদিনে নৈহাটিতে বড়মা-র নবনির্মিত মন্দিরে যজ্ঞ করেছিলেন পার্থ ভৌমিক-সহ অভিষেক অনুগামীরা। এদিকে অভিষেকের নৈহাটি আগমনের পিছনে আবার অনেকেই রাজনৈতিক সমীকরণ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ, নামটা যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন যে রাজনীতি পিছু ছাড়বে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষ লোকসভা নির্বাচনে এই এলাকায় বিজেপির দাপট দেখেছিল তৃণমূল। সেখানে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে অভিষেকের পুজো দিতে যাওয়ার পিছনে কেউ কেউ রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। তবে সূত্রের খবর, পুজো দেওয়া, প্রতিমা দর্শন ছাড়া এদিন আর কোনও কর্মসূচি ছিল না অভিষেকের।

তবে অভিষেকের সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা মন্দির চত্বর। সাংসদের বড়মা দর্শন ঘিরে সকাল থেকেই পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। লাখ লাখ মানুষের ভিড়ের মাঝে যে কোনও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া-সহ পুলিশের শীর্ষকর্তারা। পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরোনোর সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের কিছুই বলতে চাননি। ছোট্ট প্রতিক্রিয়ায় অভিষেক বলেছেন, মায়ের মন্দিরে তিনি রাজনীতির কথা বলতে চান না। এদিন হাজির ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, দমদম-ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তথা বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য প্রমুখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘দেশের রাজনীতিতে উদীয়মান নেতা হিসেবে উনি প্রতিষ্ঠিত। দেশের মানুষ ওনাকে সমর্থন করেন।’ অপরদিকে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, ‘ভক্তি সহকারে উনি বড়মার পুজো দিতে এসেছেন। মায়ের কাছে তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করলেন।’

এক নজরে

রাহুলকে তীব্র কটাক্ষ মোদির

ভোপাল, ১৪ নভেম্বর: ভোটমুখী মধ্যপ্রদেশে রাহুল গান্ধিকে তীব্র আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী মোদির। তাঁকে ‘বোকার রাজা’ বলে তোপ দাগলেন তিনি। কংগ্রেস নেতা সম্প্রতি বলেছিলেন, ভারতের মানুষ ‘মেড ইন চায়না’ ফোনই ব্যবহার করেন। যার পালটা দিতেই মোদির এই তোপ। তবে রাহুলের নাম নেননি তিনি। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ভারত আজ মোবাইল ফোন নির্মাণে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

আগামী ১৭ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন শুরু। তার আগে এদিনই ছিল মোদির ভোটপ্রচারের শেষ দিন। এখানেই রাহুলের প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁর মুখে।

জয়নগরে পুলিশি বাধার মুখে কান্তি-সুজনরা

আটকানো হল নওশাদকেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগর কাণ্ডে ঘরছাড়া বহু। তাঁদের ঘরে ফেরাতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে সুজন চক্রবর্তী-সহ সিপিএম নেতারা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন বামনেতারা। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এদিকে চরণে বারুইপুরের এসডিপির বাধার মুখে নওশাদ সিদ্দিকি। বাকবিতণ্ডায় জড়ান ভাঙড়ের বিধায়ক। পুলিশের সাফ কথা, তাঁরা ঘরছাড়াদের ঘরে ঢুকতে দেবেন। সেক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। তবে বহিরাগতদের এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

মঙ্গলবার বিকেলে ঘরছাড়াদের সঙ্গে নিয়ে জয়নগরের দলুয়াখাঁকি গ্রামে যাচ্ছিলেন সিপিএমের প্রতিনিধিদল। ছিলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তী, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। কিন্তু গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশি বাধার মুখে পড়ে নেতারা একা যাওয়ার আরজি জানান, তাতেও সম্মতি মেলেনি। পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। বাধার মুখে ফিরে আসেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। জানান, এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বাধা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ঘরছাড়াদের জন্য। এদিকে জয়নগর থানায় অভিযোগ করেন সুজন চক্রবর্তীরা। এদিকে জয়নগরে যাওয়ার পথে এসডিপিওর বাধার মুখে ভাঙড়ের বিধায়ক। এসডিপিওকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন নওশাদ। তবে তা সত্ত্বেও প্রবেশের অনুমতি মেলেনি। শেষে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। তবে শেষ পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানে অনড় পুলিশ। তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ঘরছাড়ারা সকলে ফিরতে পারবেন। পুলিশ দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের ফেরাবে। তবে এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে বহিরাগত কাউকে এলাকায় প্রবেশ করতে দেবে না।

শহরে ডেঙ্গুতে মৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গুর আতঙ্ক যেন দিনের পর দিন আরও গেঁথে বসছে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায়। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সোমবার মধ্য রাতে বেলেঘাটা আইডিতে প্রাণ গেল আরও একজনের। সূত্রে খবর, মৃতের নাম ভরত দাস। বয়স ৫৪ বছর। উত্তর ২৪ পরগনার শাসনের বাসিন্দা। বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। ডেঙ্গুর একাধিক উপসর্গও ছিল তাঁর। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীতে তাঁর ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট আসে পজিটিভ। ১২ নভেম্বর তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ের।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাস ধরে রাজ্যজুড়ে ক্রমশ থাবা চওড়া করছে ডেঙ্গু। জেলার পাশাপাশি শহর কলকাতার বহু মানুষ প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসায় অনেকেই যেমন সুস্থ হয়ে উঠছেন তেমনই মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। চলছে আমজনতাকে সচেতন করার চেষ্টাও। পাশাপাশি মশক নিধনে ব্যবহার করা হচ্ছে স্প্রেও। তাতেও কাজের কাজ তেমন কিছু না হওয়ায় কপালে ভাঁজ সরকারি কর্তাদের।

গাজার পার্লামেন্ট দখল

জেরুজালেম, ১৪ নভেম্বর: হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা ভূখণ্ডের পার্লামেন্ট ভবনের দখল নিল ইজরায়েলি সেনা। মঙ্গলবার ভোরে তীব্র লড়াইয়ের পর ওই ভবনটি দখল করা হয়েছে বলে ইজরায়েলি সেনার দাবি। ‘যুদ্ধজয়ের’ পরে ভবনের অন্দরে ইজরায়েলের পতাকা নিয়ে সেনার গোলান ব্রিগেডের সদস্যদের উল্লাসের ছবিও মঙ্গলবার প্রকাশ করেছে তেল আভিভ।

বিস্তারিত দুনিয়ার পাতায়

জেলে নিত্য নতুন আবদার শুরু করেছেন জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলে গিয়ে নয়া আবদার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। জেল সূত্রে খবর, জেলে গিয়ে আবদারের শেষ নেই মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। তিনি দাবি জানাচ্ছেন, ‘আমি রাজ্যের মন্ত্রী, জেল রাজ্যের আওতায়, এই সেলে থাকব না। আমাকে এসএসকেএম-এ হাসপাতালে পাঠাও। আমার বাঁদিক প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে।’ জেল হাসপাতালে চিকিৎসার পরে জেল হাসপাতাল জানায়, ‘এখন ভর্তি দরকার নেই। আপনার শারীরিক অবস্থা ঠিক আছে।’ এদিকে জেল সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্সি জেলের ৭ নম্বর সেলে আছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তবে এই সেল দেখার পরেই ক্ষুব্ধ হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রথম রাতে জেলে গিয়ে অনশনে যাওয়ার হুমকি দেন তিনি। জেল সূত্রে খবর, জেলের প্রথম রাতে সেলের ভিতরে যাওয়ার পরে বাড়ির খাবার দেওয়া হয় আদালতের নির্দেশে। তখন জ্যোতিপ্রিয় বলেন, ‘আমি বাড়ির খাবারও খাব না। আমায় শুধু আমার ওষুধ দিয়ে দাও।’

তবে এর মাঝেই ২ রাত জেলে কাটিয়ে ফেলেছেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা। জেল সূত্রে খবর, প্রথম রাতের তুলনায় দ্বিতীয় দিন অনেকটাই শান্ত বালু। পয়লা বাইশ সেল-এর সাত নম্বর ওয়ার্ডে আপাতত বই পড়ে দিন কাটানোর চেষ্টা করছেন বনমন্ত্রী। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় দিনই বই পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি খাওয়াদাওয়া করেন স্বাভাবিক নিয়মে। এরপর তিনি বই পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বই দেওয়ার ব্যবস্থা করে জেল কর্তৃপক্ষ। আর এই বই দেওয়া হয়েছে জেলের লাইব্রেরি থেকেই। সারদা দেবী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কিত দুটি বই জ্যোতিপ্রিয়কে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আরও জানা গিয়েছে, প্রথম রাতে একটু কম ঘুম হলেও দ্বিতীয় রাতে মোটামুটি ঘুম ঠিকই হয়েছে বনমন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, ২০২২-এর অগস্ট মাসে গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জেলে গিয়ে তিনিও বই পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে চেয়েছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণ দেবের বাণীতে শান্তি খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি। আর এবার সেই রামকৃষ্ণ দেবের কাছেই ‘আশ্রয়’ চাইছেন রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়।

হামাসের বলি ইজরায়েলের শান্তিদূত

তেল আভিভ, ১৪ নভেম্বর: ভিভিয়ান সিলভার। তিনি কানাডার বংশোদ্ভূত ইজরায়েলি সমাজকর্মী। বরাবরই আরব-ইহুদি সংঘাতের বিরোধী ছিলেন। চাইতেন যে কোনও ভাবে এই লড়াই বন্ধ হোক। গাজার ক্যানসার রোগীদের ইজরায়েলে চিকিৎসার বিষয়েও নিয়েছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন এই মানবাধিকার কর্মী। তবে সেই সময় মারা গেলেও সোমবার তাঁর দেহ শনাক্ত করতে পেরেছে পরিবার। তাঁকে পণবন্দি করেছিল হামাস জঙ্গিরা। প্রায় ২৪০ জনকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভিভিয়ান। পরে বেশ কয়েকজন পণবন্দির দেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু যেহেতু অত্যন্ত ভয়ংকর ভাবে পুড়ে গিয়েছিল শরীর, তাই তাঁকে শনাক্ত করতে লেগে গেল প্রায় মাসখানেকেরও বেশি।

বৃষ্টির আশঙ্কায় কাটবে আজ ভাইফোঁটা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজো স্বস্তিতে কাটলেও বৃষ্টির আমেজে গা ভাসিয়ে ভাইফোঁটা কাটাবে দক্ষিণবঙ্গবাসী, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বুধ থেকে শুক্রবার ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এরই রেশ ধরে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী কেন্দ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আর তারই জেরে দক্ষিণবঙ্গের ন'টি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। তালিকায় নাম থাকছে জেলা পুরুলিয়ারও। পুরুলিয়া জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। কালীপুজো স্বস্তিতে কাটালেও ভাইফোঁটা বৃষ্টিতে কাটাবে পুরুলিয়াবাসী।

এই দিন পুরুলিয়া সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ থাকতে পারে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ থাকতে পারে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে জানা গিয়েছে হাওয়া অফিস সূত্রে। দক্ষিণের বেশ কিছু জেলা যেমন কলকাতা, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। টানা তিনদিনের বৃষ্টির পর তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়বে।

তবে দক্ষিণে ভাইফোঁটার দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও উত্তরবঙ্গের মানুষেরা স্বস্তিতেই কাটাবে ভাইফোঁটা। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার , কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। স্বস্তিতেই ভাইফোঁটা কাটাবে এই জেলার মানুষেরা।

শীতের শুরুতে আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এই নিম্নচাপের অভিমুখ বর্তমানে পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম দিকে। আগামী ১৫ তারিখ এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় উপ-মহানির্দেশক সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এ মাসের ১৬ তারিখে নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং এরপর অতি গভীর নিম্নচাপটি ক্রমশ উত্তর- উত্তর পূর্বে অগ্রসর হয়ে আগামী ১৭ তারিখে ওড়িশা উপকূলে পৌঁছবে। এর প্রভাবে আগামী ১৬,১৭ ও ১৮ তারিখ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। মৎস্যজীবীদের ১৫ তারিখের মধ্যে সমুদ্র থেকে ফিরে আসার জন্য বলা হয়েছে এবং ১৬ ও ১৮ তারিখ সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এই সময় ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। অসময়ে এই বৃষ্টির জন্য জমিতে পাক ধান থাকলে তা তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং আলুর বীজ ১৮ তারিখের পর বপন করার কথা বলা হয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবে ১৬ তারিখেও কলকাতাতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সতর্কবার্তা রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ০১.০৪.২০২৩ থেকে ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৪০২৪.৩২	৪৯২৪.২৩	৭২৭২৩
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	৬৪২.২১	৭৮৫.৯৮	৪৭৫৭৯
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	৬৪২.২১	৭৮৫.৯৮	৬০০০৮.৪৭
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	-১১৬৬৭২.৪৭	৩৩৪৮৫৫.৯৭	-৬৬৬৭১৮
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০৬১২	৫০৬১২	৫০৬১২
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি	১০	১০	১০
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	২০৪১২৮৩.৫৫	২০৪১২৮৩.৫৫	১৭১১৭৭৪
৭.	নিট মূল্য	২০৯১৮৯৫.৫৫	২০৯১৮৯৫.৫৫	১৭৬২৩৮৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	-৫.৭৪	-১.০৬	৯.৫৪

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অমিত এন প্যাটেল
ডিরেক্টর
DIN : 09795548

তারিখ : ১৩/১১/২০২৩
স্থান : কলকাতা

ডায়াবেটিস দিবসে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ওয়াকথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়াবেটিস সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রতি বছর ১৪ই নভেম্বর পালিত হয় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস বা মধুমেহ দিবস। হাওড়া টাউন ডায়াবেটিস স্টাডি সোসাইটির উদ্যোগে এই দিনটি পালন করা হয় ওয়াকথনের মাধ্যমে। আন্দুল রোডে একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে থেকে এই ওয়াকাথনে পা মেলান হাওড়া আদালতের মুখ্য সরকারি আইনজীবী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট তবলাবাদক মল্লার ঘোষ,এভারেস্ট জয়ী মলয় মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস বিশ্বাস, হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সঞ্জয় শা,ডক্টর বিষ্ময় কুমার ও রোটারি ক্লাব অফ অরুনোদয় এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলে মেয়েদের সংগঠন সংবেদনের বাচ্চারা।

স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে বিপুল লাভের মুখ দেখল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্পেশাল ট্রেন ও অধিক সংখ্যার কামরা সহ ট্রেন চালিয়ে বিপুল লাভের মুখ দেখল পূর্ব রেল। মঙ্গলবার পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে এই সাফল্যকে যাত্রীদের আস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিণাম বলেই দাবি করা হয়েছে। পূর্ব রেলের চালানো স্পেশাল ট্রেন ও অতিরিক্ত কামরা সহ ট্রেন পরিষেবার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনাতে চলতি বছরের অক্টোবর মাসে স্পেশাল ট্রেন ও অতিরিক্ত কামরার মাধ্যমে ৩৩ কোটি টাকা উপার্জন করেছে পূর্ব রেল, যা কিনা ২০২২ সালে ১০.৪৯ কোটি টাকা ছিল। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'নতুন উদ্ভাবনী ও পরিষেবার বিস্তৃতির মাধ্যমে এই সাফল্য এসেছে। আমরা আমাদের যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে একনিষ্ঠ প্রয়াস করেছি। আমরা এই ইতিবাচক সাফল্য বজায় রাখতে আমাদের যাত্রীদের শ্রেষ্ঠ পরিষেবা দেওয়ার জন্য উন্মুখ রয়েছি।'

নৈহাটির কালীপুজোয় অভিনবত্ব টানছে দর্শককূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত আর নৈহাটি। কালীপুজোর জাঁকজমকে পরস্পরকে টেক্কা দিতে জেলার দুই প্রান্তের এই দুই শহরের মধ্যে প্রতিবারই ঠান্ডা লড়াই চলে। নৈহাটির কালীপুজো ভীষণই জনপ্রিয়। কিন্তু থিমের চমক, আলোক সজ্জার পাশাপাশি বারাসতকে টেক্কা দিতে নৈহাটির তুরুপের তাস 'বড়মা'। নৈহাটি বড়মা কালী পুজোকে কেন্দ্র করে রয়েছে ব্যাপক উন্মাদনা। নতুন মন্দিরের উদ্বোধন এবং শতবার্ষিকী উদযাপনের কারণে এবার মন্দিরে অনেক বেশি ভক্ত সমাগম হচ্ছে।

নিরঞ্জনের জন্য বুধ-বৃহস্পতি চক্ররেলের সময় সূচিতে বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: কালী প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য আজ বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারও চক্ররেলে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিকেল ৪ টে থেকে পরের দিন সকাল ৭ টা অব্দি চক্ররেল পরিষেবা নিয়ন্ত্রিত হবে। ৩০৩১২ এবং ৩০৩১৪ ট্রেন দুটি কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করবে। ৩০৩৩১ এবং ৩০৩১৩ কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে। ৩০১২২, ৩০১২৩, ৩০১৫৪ এবং ৩০১১১ শিয়ালদহ থেকে যাতায়াত করবে। ৩০৭১১, ৩০৫৫২ বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে যাতায়াত করবে। ৩০১১২, ৩০৩১৭ কাঁকুরগাছি রোড-বালিগঞ্জ রুটে চলাচল করবে। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকেই যাতায়াত করবে। ৩০৪১৬ এবং ৩০৪৫১ মাঝেরহাট স্টেশন অব্দি চলাচল করবে। ৩০১৩৫, ৩০৩৫৩ বালিগঞ্জ স্টেশন হয়ে ঘুরপথে চলাচল করবে। ৩০৩৩২ কাঁকুরগাছি রোড-বালিগঞ্জ রুটে চলবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই নভেম্বর, ২৮শে কার্তিক, বুধবার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা। বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কিছু ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আজ শুভ দিন। অন্যের নামে যে টাকা লগ্নি করেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : আজ বুধবার বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : বুধবার ধৈর্য রাখুন। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : বাড়িতে অতিথি আসবে। নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীৰত দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেঁচে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভজন তো।

মকর রাশি : ভাই ফোঁটা, লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভাবশালী যে মানুষ টি দায়িত্ব নিতে চাইছেন, তাকে দায়িত্ব পালন করতে দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বুদ্ধি দ্বারা এগিয়ে যেতে হবে। অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার! নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। যমার্ঘ্যদান। দোয়াত পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN : L52110WB1985PLC240038
রেজিঃ অফিস : ২১০, রুবি পার্ক কসবা রথতলা কলকাতা- ৭০০০৭৮
ইমেইল: ankurmarketing85@gmail.com ওয়েবসাইট: http://www.ankurmarketing.com
টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএনডি-এএস) মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১১৯.৮৯	১১৮.২৪	১০৮.৩৬	২৩৮.১৩	২১৪.২১	৪৪০.৫৪
২	ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাসমূহ এবং কর পূর্ব লাভ (ক্ষতি)	৬১.০৬	৬১.৮৯	৫২.৯৬	১২২.৯৫	১০৩.০৫	২১৫.৬০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬১.০৬	৬১.৮৯	৫২.৯৬	১২২.৯৫	১০৩.০৫	২১৫.৬০
৪	চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫২.৪১	৫২.১১	৪৬.৩৩	১০৪.৫২	৮৮.৬৬	১৮৫.০৮
৫	লাভ (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	৫২.৪১	৫২.১১	৪৬.৩৩	১০৪.৫২	৮৮.৬৬	১৮৫.০৮
৬	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৫২.৪১	৫২.১১	৪৬.৩৩	১০৪.৫২	৮৮.৬৬	১৯০.২০
৭	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত মতো	-	-	-	-	-	৭৬১.২১
৯	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ত্রৈমাসিকের ইপিএস, বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মৌলিক	১.৭৫	১.৭৪	১.৫৪	৩.৪৮	২.৯৬	৬.১৭
	(খ) মিশ্রিত	১.৭৫	১.৭৪	১.৫৪	৩.৪৮	২.৯৬	৬.১৭

আর্থিক ফলাফলের দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং তারপরে পরিচালনা পর্ষদ ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে তাদের সংশ্লিষ্ট সভায় করেছে। সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজন হিসাবে কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২. উপরের আর্থিক ফলাফলগুলি সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময়ের ফলাফলগুলির নোটগুলির সাথে পড়া উচিত।
৩. যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ একক বিভাগের ব্যবসায়ের মধ্যে পড়ে, কোনও পৃথক বিভাগের তথ্য আবদ্ধ নেই।
৪. সংস্থাটি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্যাংককে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে, ৩,৯২১ লক্ষ টাকা (৩০.০৯.২০২৩ হিসাবে বকেয়া ৩১২৪.৪৩ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমীকে ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩০.০৯.২০২৩ হিসাবে বকেয়া ১০৫১.৫৪ লক্ষ টাকা)।
৫. ন্যায্য মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আইএনডি এএস অনুযায়ী অন্যান্য ব্যাপক আয়ের (ওসিআই) প্রভাব বছরের শেষে হিসাবে হিসাব করা হবে। যদিও ত্রৈমাসিক ফলাফলে কোনও প্রভাব দেওয়া হয়নি। এছাড়াও অন্যান্য ব্যাপক আয়ের ক্ষেত্রে বিলম্বিত করের প্রভাবও বছরের শেষে প্রদান করা হবে।
৬. এই আর্থিক ফলাফলগুলি http://www.ankurmarketing.com সংস্থার ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
৮. পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় একত্রিত করা হয়েছে/পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যাতে সেগুলি বর্তমান সময়কাল/বছরের সাথে তুলনীয় হয়।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড এর জন্য
স্বা/-
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 01021359

তারিখ : ১৪.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

কলকাতার ডিসান হাসপাতালে চালু হল মহিলা ও শিশুদের বিশেষ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিসান হাসপাতালে নারী ও শিশুদের জন্য চালু হল ডিসান ইনস্টিটিউট অফ ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন। মঙ্গলবারের ধনী অনুষ্ঠান ঠিলেন ডিসান হাসপাতাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত এবংডিরেক্টর মিস শাওলি দত্ত ।

ডিসান ইনস্টিটিউট অফ ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেনে ১০০ শয্যা রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে মহিলাদের পাশাপাশি শিশুদের জন্য বিশেষ অপারেশন থিয়েটারও। যেখানে মিলবে কলকাতার সেরা লেভেল-৩ পিআইসিইউ এবং এনআইসিইউ। যা সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন পেডিয়াট্রিক সুপার স্পেশালিটিগুলিতে বিশেষ যত্ন নিতে সাহায্য করবে।

এর মধ্যে যেমন রয়েছে, পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি, পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রিনোলজি, পেডিয়াট্রিক ক্যান্সার, পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি, পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক পালমোনোলজি, পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি, পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি, পেডিয়াট্রিক নিউরোসার্জারি, পেডিয়াট্রিক রিউমাটোলজি, পেডিয়াট্রিক মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক সার্জারির মতো নানা বিভাগ। সুপারস্পেশালিস্ট পরামর্শদাতা ডাক্তারদের একটি দল এই সুপারস্পেশালিটিগুলির প্রতিটির জন্য অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক এবং থেরাপিউটিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে ডিসানে।

এই অনুষ্ঠানে ডিসান হাসপাতাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত বলেন, 'ডিসান ইনস্টিটিউট অফ ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন' স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। আমাদের লক্ষ্য নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ উচ্চতা তৈরি করা। উচ্চ-মানের চিকিৎসা এবং এমন পরিবেশ যেখানে শিশুর চিকিৎসার সময়কালের জন্য বাবা-মায়েরা সেখানে থাকতে পারবেন।

AGIO PAPER
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN No.: L21090WB1984PLC037968
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.co.in, মেল আইডি: ho@agiopaper.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০.০৯.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্ধ বর্ষের জন্য (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	০.১১	১.১৩	০.০৫
করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৩৩.০৪)	(১৪২.৪৩)	(৩৫.৪৬)
আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেসভ্যালু ১০/- টাকা)	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
মূল ও মিশ্র	(০.২০)	(০.৮৮)	(০.২২)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি হল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস যা ফাইল করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.agiopaper.com)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-র পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
DIN-03106149

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৩

ভাইফোঁটার আগে বোনফোঁটা

বজবজ ঐতিহ্যবাহী খুকি মায়ের কালীমন্দিরে ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে ফোঁটা দিয়ে সুস্থতা কামনা করা হল। গীতা আম্মা স্মৃতি সদন ও বজবজ বিবেক সংহতির পরিচালনায় ওই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত-সহ কালীমন্দির কমিটির সদস্যরা। দুঃস্থ বোনেদের ফোঁটা দেওয়ার পর প্রত্যেকের হাতে উপহার স্বরূপ শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩,
সিআইএন - L29307WB1990PLC048350, ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫
ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com, ইমেল: websol@webelsolar.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-সেপ্টে-২৩ অনিরীক্ষিত	৩০-জুন-২৩ অনিরীক্ষিত	৩০-সেপ্টে-২২ অনিরীক্ষিত	৩০-সেপ্টে-২৩ অনিরীক্ষিত	৩০-সেপ্টে-২২ অনিরীক্ষিত	৩০-মার্চ-২৩ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৩০	০.১৮	১৩.৫৫	০.৪৮	১৬.৭৯	১৭.২২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	(৫.২৮)	(৫.৬৯)	(৬.০৩)	(১০.৯৭)	(১৪.১৪)	(২৯.০২)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৫.২৮)	(৫.৬৯)	(৭.০৭)	(১০.৯৭)	(১৫.১৮)	(৩১.৫২)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৩.৯৫)	(৫.০০)	(৩.৮৮)	(৮.৯৪)	(১১.৪৯)	(২৩.৬৭)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	(৩.৯৫)	(৫.০০)	(৩.৮৮)	(৮.৯৪)	(১১.৪৯)	(২৩.৫৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	৩৮.৮০	৩৮.৮০	৩৬.৬৪	৩৮.৮০	৩৬.৬৪	৩৮.৮০
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১৫২.৪৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)						
	(ক) মৌলিক (টা.)	(১.০২)	(১.২৯)	১.০৬	(২.৩১)	(৩.১৪)	(৬.৩১)
	(খ) মিশ্রিত (টা.)	(১.০২)	(১.২৯)	১.০৬	(২.৩১)	(৩.১৪)	(৬.৩১)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং নভেম্বর, ২০২২ -এ বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ অধীনে প্রয়োজনীয় ফলাফলের উপর একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
৩. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

রেজিস্টার্ড অফিস :
প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি,
৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯
ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫
ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
স্বা/-
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪-১১-২০২৩

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১,দূরভাষ: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৪৩-০০২১
ইমেল: chandisteelindustries@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com, CIN: L13100WB1978PLC031670

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১৩,৭১১.৬৪	১৪,০২৮.১২	১৩,২১৯.৬৩	২৭,৭৩৯.৭৬	২৫,৯৭৭.৬০	৪৯,৬৬৩.১৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,০৫৫.০৭	২,০১২.৬৪	২,৫৫১.৯৭	৪,০৬৭.৭১	৩,১৭৪.৮২	৫৩৮৩.০৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,০৫৫.০৭	২,০১২.৬৪	২,৫৫১.৯৭	৪,০৬৭.৭১	৩,১৭৪.৮২	৫৩৮৩.০৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৫২১.৯৮	১,৪৯৮.৫৭	১,১৬১.১৬	৩,০২০.৫৫	২,৩৭০.৬৩	৪০০৪.২৯
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য {এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি)(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)}	১,৫২১.৯৮	১,৪৯৮.৫৭	১,১৬১.১৬	৩,০২০.৫৫	২,৩৭০.৬৩	৩৯৯০.২২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,১৬০.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০	১,০৫৩.৫০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৮,৫২০.৬৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মৌলিক (টা.)	৪.৮২	৪.৭৪	১১.০২	৯.৫৬	২২.৫০	৩৮.০১
	(খ) মিশ্রিত (টা.)	৪.৮২	৪.৭৪	১১.০২	৯.৫৬	২২.৫০	৩৮.০১

দ্রষ্টব্যঃ-
১. উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক / অর্ধ বছরের জন্য ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক / অর্ধ বছরের জন্য ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূণ ত্রৈমাসিক আর্ধিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে।
২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের মঙ্গলবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত ও নথিভুক্ত হয়েছে।
৫. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

স্বা/-
হর্ষ জাজোদিয়া
(হোল-টাইম ডিরেক্টর)
(DIN : 07022106)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৩

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ নভেম্বর ২৭ কার্তিক, ১৪৩০, বুধবার

তরুণীর ব্রেনে দেড় কেজির টিউমার, অস্ত্রোপচারে প্রাণ বাঁচাল এনআরএস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মস্তিষ্কের সিংহভাগ জুড়ে দেড় কেজির বিশাল টিউমার। অপারেশনে একটু এদিক-ওদিক হলেই প্রাণহানি হতে পারে রোগীর। আবার অপারেশন না হলেও মৃত্যু অবধারিত।

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সেই টিউমার অপারেশন করে তরুণীর প্রাণ বাঁচালেন কলকাতার এনআরএস হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকরা। জানা গিয়েছে, ঘন ঘন বমি হচ্ছিল তরুণীর। সেই সঙ্গে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে বসেছিল। কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে তরুণীকে নিয়ে এলে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন ব্রেনের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে বিশাল টিউমার। সঙ্গে সঙ্গেই অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তাররা। এনআরএসের

নিউরোসার্জারি বিভাগ সফল অপারেশন করে রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

নিউটাউনের বাসিন্দা সোমা সরকার নামে ওই তরুণীর মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবে বাসা বেঁধেছিল টিউমার। এনআরএসের নিউরোসার্জারির সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ পার্থসারথি দত্তের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম ওই তরুণীর অপারেশন করে। ডাক্তাররা বলছেন, তরুণীর ব্রেনে টিউমারটি বাড়ছিল। ওজন ছিল প্রায় দেড় কেজির মতো। ফ্রন্টাল লোবের এই টিউমারকে ডাক্তারি ভাষায় বলে মেনিনজিওমা। সঠিক সময়ে অপারেশন না হলে টিউমার ফেটে তরুণীর মৃত্যু হতে পারত।

টিউমারটির প্রকৃতি জানতে, তা ক্যানসারাস কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজি বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

ব্রেন টিউমারের লক্ষণ বিভিন্ন রকমের। তার মধ্যে মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া এবং দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কমে যাওয়া অন্যতম প্রধান। এ ছাড়াও অনেক সময় রোগীর. খিঁচুনি হতে পারে অথবা শরীরের যে কোনো এক দিকের হাত বা পা দুর্বল হয়ে যায় অথবা তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে অর্থাৎ তার আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে। পোস্ট সার্জারি পর্বেও অনেকের হাতে-পায়ে ব্যথা, খিঁচুনি হতে দেখা যায়। কিন্তু অপারেশনের পর তরুণীর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি বলেই জানিয়েছেন ডাক্তারবাবুরা।

বাগুইআটিতে চিকিৎসকের বাড়ি থেকে পচগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাগুইআটির জগৎপুর বাজার সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি পচাগলা দেহ। বাথরুমের মধ্যে একটি ড্রামের মধ্যে রাখাছিল দেহটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দেহটি কোনও মহিলার হবে। মৃতদেহের চামড়া পচে খসে গিয়েছে। বেরিয়ে গিয়েছে কঙ্কাল। তারওপর হোয়াইট সিমেন্টের পরত। ফলে তা ওই শরীর মহিলা না পুরুষের তা বুঝতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। দেহটি এখনও শনাক্ত হয়নি। ওই দেহটি চিকিৎসকেরই কোনও ভাড়াটিয়ার কিনা, তা খতিয়ে দেখ ছেন তদন্তকারীরা। আপাতত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলছেন বিধাননগর থানার উচ্চ পদস্থ কর্তারা।

সূত্রের খবর, জগৎপুর বাজারে ডাক্তার গোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। সেখানে অনেক ঘর তিনি ভাড়ায় দিয়েছিলেন। ভাড়া দেওয়া ঘর পরিষ্কার করাতে গিয়েছিলেন চিকিৎসক। তখনই পচা গন্ধ নাকে আসে তাঁর। এদিকে সন্দেহজনক একটি ড্রামও তাঁর নজরে আসে। ড্রামের মুখ আবার হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা ছিল। তা দেখেই সন্দেহ হয়।

ড্রামের মধ্যে ভারী কিছু রয়েছে আঁচ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সন্দেহজনক সেই ড্রাম তিনি নিজে খোলেননি। এরপরই তিনি বাগুইআটি থানায় যান। খবর দেওয়া হয় থানায়।

এরপর পুলিশ আধিকারিকরা গিয়ে হোয়াইট সিমেন্ট দেওয়া ড্রামটি খুলে দেখেন, তার মধ্যে পচাগলা দেহ। চামড়া খসে গিয়েছ হাড় থেকে।

জানা গিয়েছে, ডাক্তার গোপাল মুখোপাধ্যায় তার বাড়ির একাধিক ঘর ভাড়াতে দিয়ে রেখেছেন। তিনি মাঝেমধ্যে তা দেখভাল করতে আসেন। মঙ্গলবার দুপুরে চিকিৎসক নিজেই এই ভাড়া দেওয়া ঘরটিতে যান। তখনই বিষয়টি দেখতে পান।

গুলি চালানোর অভিযোগে জগদ্দলে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এলাকায় গন্ডগোল পাকানো-সহ গুলি চালানোর অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ভাটপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুনীতা সিংয়ের পুত্র নমিত সিং-সহ বেশ কয়েকজনকে। ধৃত নমিতের বিরুদ্ধে তিন রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এদিকে নমিতকে কেন গ্রেপ্তার করা হল, তার জবাবদিহি চাইতে মঙ্গলবার জগদ্দল থানায় হাজির হলেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমানাথ শ্যাম-সহ বিধায়ক ঘনিষ্ঠ কয়েকজন কাউন্সিলরও। সূত্রের খবর, সেখানে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন বিধায়ক।

তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিংয়ের অভিযোগ, সোমবার রাতে মেঘনা মোড় চত্বরে মদ্যপ অবস্থায় নমিত সিং, রাজ পান্ডে মিলে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। এমনকি পুলিশকে লক্ষ্য করে ওরা মদের বোতলও ছুড়েছে। পাড়ার লোকজন ঘটনার প্রতিবাদ করলে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। সঞ্জয় সিংয়ের দাবি, অপরাধীকে আড়াল করতেই বিধায়ক-সহ কাউন্সিলররা থানার শরনাপন্ন হয়েছিলেন। অন্য দিকে, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের অভিযোগ, সঞ্জয় সিংয়ের লোকজন নমিত সিংয়ের মা-কে গালাগালি দিয়েছিল। নমিত এর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু মারপিট, বোতল ও ইঁট ছোড়ার অভিযোগে পুলিশ নমিত সিংকে পাকড়াও করেছে। বিধায়কের দাবি, অন্য পক্ষের কাউকে কেন গ্রেপ্তার করা হল না। তা জানতেই তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

চলচ্চিত্র উৎসবে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় দুর্গাপুজো দিয়ে শুরু হয়েছে উৎসবের। মা দুর্গা কৈলাসে ফেরার ফর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর বন্দনার পরই মর্ত্যে চলেছে শ্যামার আরাধনা। এই পুজোর হাত ধরে উৎসবের রেশ বজায় থাকবে শীতেও। এর মাঝে রয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবও। এবারের এই ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-এর অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে থাকছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

বছরভর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষে মুখিয়ে থাকেন এই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য। আর এই চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হতে বাকি মাত্র কয়েকদিন। চলতি বছর ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হতে চলেছে আগামী ৫ ডিসেম্বর এবং চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ইজরায়েল-হামাস লড়াইয়ের আঁচ এবার পড়ল কলকাতায়

বিধর্মীদের প্রবেশ নিষেধ সিনাগগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মধ্যপ্রাচ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে ইজরায়েল আর হামাসের মধ্যে। এই সংঘর্ষে ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে অন্তত হাজার দশেক মানুষের। এত কিছুর পরেও যুদ্ধে ইতি পড়ার কোনও ইঙ্গিত নেই। এর আঁচ পড়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। রাস্তায় নেমে 'ইজরায়েলি হামলার' প্রতিবাদে শামিল হতে দেখাও যাচ্ছে। কলকাতাও এর থেকে বাদ পড়েনি। এরই ফলস্বরূপ কলকাতার ইহুদি প্রার্থনাস্থলে বিধর্মীদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বলে খবর। শুধুমাত্র ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের মানুষজন সিনাগগে ঢুকতে পারছেন না। এমনকী, প্রার্থনাস্থলের সামনে গাড়িও রাখতে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও কী কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সিনাগগের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বড় বাজারের ব্যস্ততার মাঝেই শান্ত ধর্মস্থান এই সিনাগগ। আছেন বলতে শুধু এক জন দ্বাররক্ষী। বাকি সব সিসি ক্যামেরা। দরজা বন্ধ 'নেভেহ্ শালোম' সিনাগগের। অথচ এই সিনাগেগই শুধু ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা শুধুমাত্র প্রার্থনা করেন এমনটা নয়, 'বিধর্মী' রাও বেড়াতে যান। প্রাচীন স্থাপত্যকলার আস্বাদ নেন তারা। এর মধ্যে অন্যতম শহরের তিন সিনাগগ-মাগেন ডেভিড, বেথ এল সিনাগগ, নেভে শালোমে। এর মধ্যে দুটি রয়েছে বয়স্ত এলাকা বড়বাজারে। আর একটি রয়েছে চিনা বাজারে। এতদিন সপ্তাহে একটি দিন বাদে বাকি ৬ দিন আমজনতা সেখানে বেড়াতে যেতে পারতেন। তবে জমা রাখতে হত নিজেদের পরিচয়পত্র। কিন্তু বর্তমানে সেই রসাস্বদন থেকে বঞ্চিত তিলোত্তমাবাসী। এদিকে স্থানীয়রা জানান, 'এখানে রোজ পুলিশ আসে। শুনেছি, লালবাজার নির্দেশ দিয়েছে, এই চার্চ এখন খোলা যাবে না। ওরা বললে তবেই খোলা যাবে।'

প্রসঙ্গত, শহরের হাতে গোনা জনা ১৫ ইহুদি রয়েছেন। তাঁরাই সিনাগগগুলি পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সূত্রের খবর, তাঁরা আপাতত কোনও 'বিধর্মী'কে প্রার্থনাস্থলে ঢুকতে দিচ্ছেন না। ইহুদি ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের বন্ধ থাকছে সিনাগগের দরজা।

২৫৩ কলেজের অনুমোদন বাতিলের পরও বিএড কলেজে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে সরব বঙ্গ রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে সামনে এল শিক্ষাক্ষেত্রে আরও এক নয়া দুর্নীতি। আর তা হল, পড়াশোনার নামে আদতে ব্যবসা চলছে বিএড কলেজে।এদিকে কয়েক দিন আগেই বিএড বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়। তবে তাতেও দুর্নীতিতে যে রাশ পরানো যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। সমান তালে এখ নও বিভিন্ন কলেজে চলছে রমরমিয়ে বেআইনি কারবারের ব্যবসা, এমনই অভিযোগ সামনে আসছে নানা সূত্র থেকে। এদিকে সূত্রে খবর, রীতিমতো ব্যবসা ফেঁদে বসেছে বেসরকারি বি এড কলেজগুলি। আর তা সবার নজরে আসছে ২৫৩ কলেজের অনুমোদন বাতিল হওয়ার পরই। জানা যাচ্ছে, একের পর এক বেনিয়ম হয়েছে এই সব কলেজে। এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে সামনে এসেছে ভর্তি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগও। এদিকে সূত্রের খবর, সাধারণত বিএড কলেজে পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি হতে হয়। কিন্তু অভিযোগ, বেশ কয়েকটি কলেজে প্রভিশনাল অ্যাডমিশন করা হয়েছে। অর্থাৎ টাকা নিয়ে বেআইনিভাবে ভর্তি করা হয়েছে অনেককেই।আর এক্ষেত্রে যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের সরকারিভাবে কোনও ভর্তির নথি দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। এই পথেই চলছে বিএড কলেজের দুর্নীতি।

এদিকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে অভিযোগ এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষেও অনেকে এভাবেই ভর্তি হয়েছে। ১৫ হাজার টাকার রসিদ দেওয়া হয়েছে, সেই অভিযোগও এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। এদিকে খতিয়ে দেখার পর নজরে এসেছে এই সব কলেজের অনুমোদনই নেই। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে যে, তাহলে যাঁরা টাকা দিয়ে ভর্তি হলেন, কী হবে তাঁদের ভবিষ্যৎ কী তা নিয়ে। উল্লেখ্য, পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও বিএড কলেজগুলি চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। তারপরই অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কত সংখ্যক কলেজ থেকে টাকা তোলা হয়েছে, সেই নথি তাঁর কাছে আছে। তিনি আর্জি জানান, যাতে কোনও এজেন্টের হাতে কেউ টাকা না দেন। দিলে তার দায় বিশ্ববিদ্যালয় নেবে না বলেও সতর্ক করেন তিনি।

জেসিবির ধাক্কায় মৃত্যু কনস্টেবলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গভীর রাতে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কনস্টেবলের। রাত আড়াইটে নাগাদ নিমতলা ঘাটের দিক থেকে আসছিল একটি জেসিবি। এই সময় সেখানে ডিউটিতে ছিলেন আরএএফ কনস্টেবল সন্দীপ বর্মন। জেসিবি ধাক্কাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সন্দীপের।

ঘাতক জেসিবিটি বাজেয়াপ্ত করা হলেও চালক সেখান থেকে পালিয়ে যান। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। তদন্ত শুরু করেছে উত্তর বন্দর থানার পুলিশ।

মিষ্টি ছাড়া ভাবাই যায় না ভাইফোঁটা, হাজারো পসরা সাজিয়ে মিষ্টান্ন বিক্রেতারা

শুভাশিস বিশ্বাস

'মিয়ো আমোরে', 'মনজিনিস'-এর মতো কেক, পেস্ট্রি, রকমারি স্ন্যাক্স বিগত কয়েক বছর ধরেই ভাইফোঁটার পাতে জায়গা করে নিয়েছে। ইদানীং আবার পাত ভরাতে বিজ্ঞাপনি প্রচারে আসছে মধ্যপ্রাচ্যের বাসবুসা, থেকে বাকলাভার মতো ভিন্ন স্বাদের মিষ্টি।

তবে ভাইফোঁটার পাতে ফিউশন যতই থাক, ট্র্যাডিশন মেনে মিষ্টি কিন্তু বাদ পড়ছে না। হতে পারে পাতে কমছে মিষ্টির সংখ্যা। তবে কলকাতার বিভিন্ন দোকান থেকে বাছাই মিষ্টি কেনার হিড়িক তাতে কমছে না মোটেই।

'ভাইফোঁটা' এই শধবন্ধটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানা মিষ্টি ভরা একটা থালা। ভাইফোঁটা হবে আর সেখানে হরেক মিষ্টি থাকবে না তা হতেই পারে না। ফোঁটা দেওয়ার সময় এই মিষ্টি দেওয়ার ট্র্যাডিশনটা আজও অটুট থাকলেও পরে দিনের পাত পেড়ে খ াওয়ার ক্ষেত্রে এসেছে কিছু পরিবর্তন। এখন যাঁরা বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেন তাঁদের সবার পক্ষে ভাইফোঁটার দিন ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে দুপুরের খাওয়া বা রাতের খাওয়া অনেকেই সারছেন বিভিন্ন হোটেল বা রেস্তোরাঁয়। সেখ ানে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান উপলক্ষেই ভাইদের সামনে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা ধরনের পদ।

তবে কোনও ভাবেই ভাটা পড়েনি মিষ্টির ক্ষেত্রে। ভাইফোঁটার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিষ্টি কিনতে যেন বেশ ধন্দে পড়েন বোনেরা। কলকাতার নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু নামিদামি দোকান। যেমন, কেসি দাশের বিখ্যাত ভাইফোঁটা সন্দেশের চাহিদা বরাবরের মতো এবারও শীর্ষে। বিশেষত, নানা স্বাদের রসগোল্লা তৈরিতে এদের জুড়িমেলা ভার। এদিকে ট্র্যাডিশনাল খাজা, গজা, বালুসাই, অমৃতকুম্ভ, রসমালঞ্চের পাশাপাশি শুভদীপ, ক্রিম ডিলাইট, ক্রিম স্যান্ডুইচের মতো ট্রেন্ডি মিঠাই হাজির এই ভাইফোঁটায়। অন্য দিকে গাঙ্গুরামে নজরে এসেছে ফলের নির্যাস থেকে তৈরি নানা স্বাদের সন্দেশ। মিষ্টিপ্রমোদের মন জয়

করতে আসরে হাজির বেদানা, কালো আঙুর, আনারসের মোড়ক দেওয়া সন্দেশরাজি। এদের পাশাপাশি সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই চালাচ্ছে গাঙ্গুরামের ট্র্যাডিশনাল 'ইন্দ্রাণী'।

এদিকে বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিকে রয়েছে আটপৌরে ও আধুনিক রসনার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। নানা ফিউশন মিষ্টিও রয়েছে এই দোকানে। যার মধ্যে চকোলেট মিষ্টির জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। আর আম সন্দেশের তো তুলনাই নেই। ভীম নাগের মিষ্টির জনপ্রিয়তা চিরকালই আকাশ ছোঁয়া। বিশেষত, এদের লেডিকেনি আর আশু ভোগ তো আজও সমান জনপ্রিয়। এদের চকলেট সন্দশ, রসগোল্লা আর 'আবার খাবো সন্দেশ'ও বেশ জনপ্রিয়। কলকাতার মিষ্টিপ্রেমীদের কাছে আজও জনপ্রিয় গিরিশ চন্দ্র দে অ্যান্ড নকুড় চন্দ্র নন্দী। এদের নলেন গুড়ের সন্দেশ, কালাকাঁদ এবং রসমালাই বেজায় সুস্বাদু। সঙ্গে মিষ্টি দই আর চকোলেট মিষ্টি কথাও না বললেই নয়। সঙ্গে ছানার সন্দেশ এবং জলভরা সন্দেশ একবার চেখে না দেখলে বাইফোঁটার স্বাদটাই যেন ধরা পড়ে না। এরই মাঝে কলকাতাবাসীর মন কেড়েছে বাঞ্ছারাম।১৯৭৬ সালে মধ্য কলকাতায় একটা ছোট্ট দোকান থেকে শুরু। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি দোকানের মালিক বাঞ্ছারাম ঘোষকে। এদের রসগোল্লা এবং সন্দেশ যেমন জনপ্রিয়, তেমনই পুলি পিঠে এবং মিহিদানার জনপ্রিয়তাও কম নয়। বিশেষত, বাঞ্ছারামের ভ্যানিলা এবং স্ট্রবেরি সন্দেশ একবার চেখে না দেখলেই নয়।

ট্র্যাডিশনাল মিষ্টির আরও এক ডেস্টিনেশন সেন মহাশয়। এদের মনোহরা, মিহিদানা, সীতাভোগ, দরবেশ এবং নানা স্বাদের সন্দেশ যেমন বেজায় সুস্বাদু, তেমনই মালাই চপও সমান মুখরোচক। কলকাতাবাসীর কাছে আরও এক প্রিয় নাম মিঠাই। এদের সন্দেশ যেমন মিষ্টি প্রেমীদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়, তেমনই মিঠাইয়ের মিষ্টি দই এবং চমচমও কম সুস্বাদু নয়। সঙ্গে রয়েছে আম সন্দেশ, চমচম এবং লেমন সন্দেশও। এদিকে কলকাতায় শতাধী প্রাচীন মিষ্টির দোকান হিসেবে বিখ্যাত ভবানীপুরের শ্রী হরিও।এদের ল্যাংচা যে একবার খেয়েছে, তাঁক যে বারে বারে ফিরে আসতেই হবে এই দোকানে তা হলফ করেই বলা যায়। এদিকে আবার কলেজ স্ট্রিটের মৌচাক নজর কাড়ে সুস্বাদু পান্তুয়া আর শঙ্খ সন্দেশে। তাই গত ১৭৫ বছরে একটুও কমেনি এদের জনপ্রিয়তা। এর কিছু দূরেই বউবাজারের নবকৃষ্ণ গুঁই নানা স্বাদের ট্র্যাডিশনাল বাঙালি মিষ্টির পাশাপাশি ফিউশন মিষ্টির জন্য বিখ্যাত।বিশেষত, এদের রোজ ক্রিম সন্দেশ এবং চন্দন ক্ষীরের মতো মিষ্টির স্বাদ তো না ভোলার মতো। এদিকে হেদুয়ার কাছে রয়েছে নলীন চন্দ্র দাস অ্যান্ড সন্স। নানা স্বাদের সন্দেশের খোঁজ পেতে আসতেই হবে এই মিষ্টির দোকানে। বিশেষত, এদের বাটার স্কচ জলভরা সন্দেশের জনপ্রিয়তা আকাশ ছোঁয়া।বাহারি জাঁকজমক না থাকলেও মিষ্টিপ্রেমীদের পছন্দের তালিকয় থাকে দ্বারিকও। নানা স্বাদের মিষ্টি মেলে এখানে। স্বাদও মন্দ নয়। বিশেষত কাঁচাগোল্লা চেখে দেখার মতো। ফলে ভাইফোঁটায় মিষ্টিপ্রেমী ভাইদের জন্য বোনেদের এইসব দোকানে একবার না এলেই নয়।

সম্পাদকীয়

শব্দবাজির বিরুদ্ধে কবে সশব্দে বিরোধিতা হবে

বাজি পোড়ানো এবং উচ্চৈঃস্বরে ডিজে বাজানোটা আজ ধর্মীয়, তথা যে কোনও উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন উৎসবের মরসুমে শব্দবাজি ও ডিজের তাণ্ডবে আমাদের প্রিয় শহর ও গ্রাম থরহরি কম্প হয়, বৃদ্ধি পায় দূষণ। সর্বত্র এক অবস্থা। আর এই দূষণের জন্য দায়ী বেশ কিছু আমোদপ্রিয় দায়িত্বজ্ঞানহীন অসচেতন মানুষ। মহালয়া, দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ও সঙ্গে রাসের কাঠামো বা পাটপুজোর ধুম। কালীপুজো এবং রাস উৎসবে চলে শব্দবাজি ও আলোবাজির বেলাগাম ব্যবহার। সঙ্গে ডিজে তো আছেই। শব্দবাজি ও আতশবাজি দুটোই পরিবেশ তথা মানব জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর বস্তু। শহরের অনেক বাড়িতেই লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে শব্দবাজি ও আলোর বাজির প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিযোগিতা চলে রাসের কাঠামো পুজো উপলক্ষে শব্দবাজি ও ডিজের তাণ্ডবের। ফলে, সর্বত্র যে পরিমাণ দূষণ ঘটে, তাতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষের কষ্ট বাড়ে। বিশেষত, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর মারাত্মক ক্ষতি করে এই প্রবল শব্দ। হার্ট ও উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগে ভুগছেন যাঁরা, তাঁদের জন্যও যথেষ্ট চিন্তাজনক এই পরিস্থিতি। পথচলতি মানুষদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বেশি। উৎসব পালনের মধ্যে এখন আনন্দের চেয়ে উল্লাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেশি। আশপাশের মানুষগুলি এর দ্বারা কত দূর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, সেটা জেনেও মনে রাখেন না কেউ। বায়ুদূষণকে অদৃশ্য ঘাতক হিসাবে বর্ণনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, প্রতি বছর বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ অপরিণত বয়সে মারা যান। যাঁরা বায়ুদূষণের শিকার হচ্ছেন, তাঁদের মস্তিষ্ক নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দূষণের শিকার অনেকের মানসিক সমস্যাও তৈরি হতে পারে। ভারতে প্রতি বছর ৩০ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয় পরিবেশ দূষণের কারণে। বিশ্বে দূষণের কারণে প্রতি ছ'জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু ঘটে। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে দূষণের কারণে সর্বাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই রাজ্যে সরকার এক সময় ঘোষণা করেছিল, 'সাইলেন্ট জোন', অর্থাৎ হাসপাতাল, নার্সিংহোম, স্কুল, কলেজের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও রকম ডিজে, মাইক বাজানো যাবে না এবং আতশবাজিও ফাটানো যাবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এ সব আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করেই চলে শব্দের তাণ্ডব। এ ভাবেই প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হয় মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার এবং জনস্বাস্থ্য। প্রতি বছর দেশ জুড়ে শব্দবাজির দাপটে এবং ডিজে, মাইক বাজানোর কারণে অসংখ্য শিশু শ্রবণক্ষমতা হারাচ্ছে চিরকালের মতো। চিকিৎসকদের মতে, সদ্যোজাতদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব মারাত্মক। অথচ, এর বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে কার্যকর কোনও ভূমিকা আমরা দেখতে পাই না। আমাদের রাজ্যে তথা দেশে দূষণ রোধে অনেক কড়া আইন আছে। কিন্তু সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে এই বিষয়গুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে। প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন নাগরিকের উচিত, এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রতিবাদে সরব হওয়া।

শাশ্বত কথা

বৃন্দাবনে বাস

বৃন্দাবনধামে বাস করিবে, কারণ তাহার দ্বারাই তাহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয় ও অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। সকালে ও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা নাম এবং ধ্যান করিবে। আগে গুরুকে দর্শন কর- ইহাকে কোটি জপের এক জম বলিয়া জানিবে। কে খায় (ভোগ করে) এবং কে খাওয়ায় (ভোগ করায়)- সাধকের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা দরকার। অর্থাৎ শ্রীভগবানই ভোক্তা জীবরূপে সকল বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং পরমাত্মারূপে সকল জীবের ভোগ্যবিষয়সমূহ তাহাদের কর্ম্মানুসারে প্রেরণ করিতেছেন-এই তত্ত্ব ধারণা করা সাধকের পক্ষে আবশ্যক। যে যেরূপ কর্ম করিবে সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে, পাপ বা পুণ্য অর্জ্জন করিবে। তাহাতে তোমার আমার কি আসিয়া যায়? তুমি ভগবদ্ ভজন কর।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

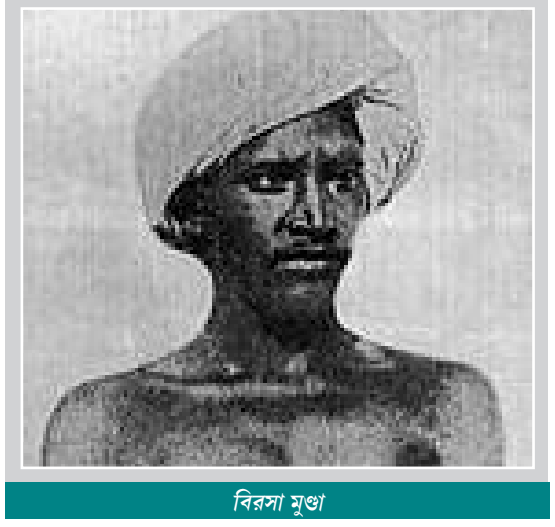

বিরসা মুণ্ডা

১৮৭৫ *বিশিষ্ট আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিদ্যা সিনহার জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জার জন্মদিন।*

'ভাইফোঁটা'

শত উপহারের থেকেও অমূল্য হল ভাই বোনের ভালোবাসা

প্রদীপ মারিক

কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অনসূয়া নানা রকম রান্না করে ভাইকে খেতে অনুরোধ করেন। নন্দীবর্ধনের কপালে রাজতিলক এঁকে দেন। বোনের অনুরোধ ফেলতে পারেননি নন্দীবর্ধন। এই ভাবে অনসূয়া প্রাণ রক্ষা করেন ভাইয়ের। সেই থেকে কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় বোনেরা ভাইফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে আসছেন বলে বিশ্বাস। ভাইফোঁটার দিন বোনেরা তাদের ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে ছড়া কেটে বলে- 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা / যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা / যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা / আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।' বোন তার ভাইয়ের মাথায় ধান এবং দুর্বা ঘাসের শীষ রাখে। এই সময় শঙ্খ বাজানো হয় এবং হিন্দু নারীরা উলুধ্বনি করেন। এরপর বোন তার ভাইকে আশীর্বাদ করে থাকে যদি বোন তার ভাইয়ের তুলনায় বড় হয় অন্যথায় বোন ভাইকে প্রণাম করে আর ভাই বোনকে আশীর্বাদ করে থাকে।

শাস্ত্র অনুসারে, ছায়া ও সূর্যের দুটি সন্তান। একটি পুত্র যমরাজ এবং অন্যটি কন্যা যমুনা। কিন্তু একটা সময় এল যখন ছায়া সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে উত্তর মেরুতে বসবাস শুরু করতে লাগলেন। উত্তর মেরুতে বসতি স্থাপনের পর যম ও যমুনার সাথে ছায়ার আচরণে পার্থক্য দেখা দেয়। এতে ব্যথিত হয়ে যম নিজের শহর যমপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময়ে, যমুনা তার ভাই যমকে যমপুরীতে পাপীদের শাস্তি দিতে দেখে কষ্ট পেতে থাকে, তাই তিনি গোলোকায় থাকতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু যম এবং যমুনা উভয় ভাই-বোনের মধ্যে ছিল অপত্য স্নেহ এবং ভালোবাসা। ভাইকে না দেখতে পেয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে যমুনা। কার্তিক শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ার দিনে যমুনা ভাই যমরাজকে আমন্ত্রণ জানান গোলকায় এবং যমরাজ তার বাড়িতে আসার প্রতিশ্রুতিও দেন। এমতাবস্থায় যমরাজ ভাবলেন তিনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মৃত্যুর কারণ, কেউ তাকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চায় না। কিন্তু বোন যমুনা সদিচ্ছা নিয়ে ডাকছে, এই অনুরোধ রাখা তার কর্তব্য। বোনের বাড়িতে আসার সময় যমরাজ নরকে বসবাসকারী জীবদের মুক্তি দেন। যমরাজকে নিজের বাড়িতে আসতে দেখে যমুনার খুশির সীমা রইল না। স্নান সেরে শুদ্ধ বাসনায় যমুনা যমরাজকে উপাসনা করার পর সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেন। যমুনার এই আতিথেয়তায় খুশি হয়ে যমরাজ বোনকে বর চাইতে বলেন।

তখন যমুনা বললেন, হে ভাদ্র! প্রতি বছর এই দিনে তুমি আমার বাড়িতে এসো এবং আমার মতো, যে বোন এই দিনে তার ভাইকে সম্মানের সাথে ভাইফোঁটা দিয়ে এই দিনটিকে উদযাপন করবে তার ভাইদের তুমি অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে সেই থেকে এ দিন এই উৎসব পালনের রীতি চলে আসছে। এই কারণে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে ভাইফোঁটার দিন যমরাজ এবং যমুনারও পূজা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, যমরাজের বর অনুসারে যে ব্যক্তি এই দিনে যমুনায় স্নান করে যমের পূজা করবে, তাকে মৃত্যুর পর যমলোকে যেতে হবে না, তার ভাই অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচবে। অন্যদিকে, সূর্য কন্যা যমুনাকে দেবী স্বরূপা মনে করা হয়, যিনি সমস্ত কষ্ট দূর করেন। এ কারণে যম দ্বিতীয়ার দিনে যমুনা নদীতে স্নান করে যমুনা ও যমরাজের পূজা করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পুরাণ অনুসারে, এই দিনে করা পূজায় যমরাজ প্রসন্ন হন এবং কাঙ্ক্ষিত ফল দেন। হিন্দুধর্মের ইতিহাসের একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তি অনুসারে, নরকাসুর নামে দুষ্ট রাক্ষসকে বধ করার পর, কৃষ্ণ তার বোন সুভদ্রার সাথে দেখা করেছিলেন। যিনি তাকে মিষ্টি এবং ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা করেছিলেন। তিনিও স্নেহের সাথে কৃষ্ণের কপালে তিলক লাগালেন। সেই থেকে ভাইফোঁটা উৎসবের উৎপত্তি বলে মনে করেন। পুরাণ মতে, বলিরাজার কাছে বন্দি হন শ্রী বিষ্ণু। বলিরাজার থেকে বিষ্ণুকে উদ্ধার করতে না পেরে দেবতারা মা লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হন। মা লক্ষ্মী বলিরাজাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোঁটা দেন, উপহার হিসাবে শ্রী বিষ্ণুর মুক্তি চান। এই কারণেই 'ভাইফোঁটা'র সঙ্গে উপহার দেওয়ার প্রথাও চলে আসছে। ভাইফোঁটা'-র ইতিহাসে নন্দীবর্ধন ও অনুসূয়ার কাহিনিও সমান জনপ্রিয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে আবিষ্কার হয় তালপাতার এক পুঁথি। তার রচয়িতা হিসাবে লেখা ছিল আচার্য সর্বানন্দসুরীর নাম। এই পুঁথি থেকে জানা যায় ভাইফোঁটার এক কাহিনি। জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীরের প্রয়াণের পর তার সঙ্গী নন্দীবর্ধন শোকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন। ভাইয়ের এই অবস্থা দেখে বোন অনসূয়া তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অনসূয়া নানা রকম রান্না করে ভাইকে খেতে অনুরোধ করেন। নন্দীবর্ধনের কপালে রাজতিলক এঁকে দেন। বোনের অনুরোধ ফেলতে পারেননি নন্দীবর্ধন। এই ভাবে অনসূয়া প্রাণ রক্ষা করেন ভাইয়ের। সেই থেকে কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায় বোনেরা ভাইফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে আসছেন বলে বিশ্বাস। ভাইফোঁটার দিন বোনেরা তাদের ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে ছড়া কেটে বলে- 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা / যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা / যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা / আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।' বোন তার ভাইয়ের মাথায় ধান এবং দুর্বা ঘাসের শীষ রাখে। এই সময় শঙ্খ বাজানো হয় এবং হিন্দু নারীরা উলুধ্বনি করেন। এরপর বোন তার ভাইকে আশীর্বাদ করে থাকে যদি বোন তার ভাইয়ের তুলনায় বড় হয় অন্যথায় বোন ভাইকে প্রণাম করে আর ভাই বোনকে আশীর্বাদ করে থাকে। তারপর বোন ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি দ্বারা ভাইকে মিষ্টিমুখ করায় এবং উপহার দিয়ে থাকে।

ভাইও তার সাধ্যমত উক্ত বোনকে উপহার দিয়ে থাকে। শত উপহার থেকেও ভাই বোনের স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধাই যে সব থেকে বেশি পাওয়া। সাংসারিক বিভিন্ন কারণে যে ভাই বোনের কথাও হয় না তবুও এই দিনে তাদের অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে, বোন ভাবে দাদা যদি একবার আসে, দাদা ভাবে বোন যদি একবার ডাকে--এটাই অন্তরের ডাক, অন্তরের ভালোবাসা, শত উপহারের থেকেও এর মূল্য যে অনেক বেশি।

রাহুল-মমতা-ইয়েচুরি'র মহাজোটে বিপাকে এ রাজ্যের সিপিএম কংগ্রেসের বঙ্গজোট

তাপস চট্টোপাধ্যায়

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে জোট রাজনীতির জটটা এতটা জটিল আকার ধারণ করছে , আমজনতার কাছে তা ততই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের মুখ্য দুটো বিরোধী দল কংগ্রেস আর সিপিএম 'এর অবস্থা তো শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। একদিকে দিল্লির হাইকম্যান্ড অন্যদিকে পলিটব্যুরো, মহাজোটের মহামঞ্চের মধ্যমণি তৃণমূল সুপ্রিমোর অবস্থানে অধীর বাবু আর সেলিম সাহেবের অবস্থা মহাভারতের মহাযুদ্ধে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের মতো। দিনের আলো ফুটলে যুযুধান যে দুই পক্ষ রক্তের হোলি খেলে দিনান্তে তারাই আসে তাঁরই স্মরণে। দুপক্ষেরই আজ যারা মৃত , আগামী কাল যাদের মৃত্যু নিশ্চিত, সকলেই তো তাঁর পুত্রসম। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহাওয়ে যখন প্রায় পঞ্চাশটি প্রান্তিক বর্গের সহনাগরিককে হারানোর ব্যথা উপশমের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তখনই আবার আবার একটা বিবিসিকাময় নির্বাচন বঙ্গবাসীর দুয়ারে কড়া নাড়ছে। আর তারই প্রেক্ষিতে জাতীয় মহাজোট হোক বা রাজ্যের কংগ্রেস সিপিএম-এর বঙ্গজোট, আদতে এ রাজ্যের আমজনতার মতোই দুপক্ষের নেতৃবৃন্দই সমানভাবে বিভ্রান্ত।

সদ্য সমাপ্ত হওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় জেলায় শাসকদলের সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন একাধিক কংগ্রেস কর্মী। খড়গ্রামের ফুলচাঁদ সেখ, মুর্শিদাবাদের রমজান সেখ, কুলপির আলফাজুদ্দিন ,লালগোলার রওশন আলী, লিয়াকত সেখ, রানীনগরের অরবিন্দ মন্ডল, এদের অতৃপ্ত আত্মার কাছে এ রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা যখন সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না তখনই ব্যাঙ্গালোরের মহাজোটের মঞ্চে একই আসনে বসে তৃণমূল সুপ্রিমোর মুখে 'মাই ফেবারিট রাহুল গাঁধী...' সব জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন। অধীরবাবু অবশ্য বঙ্গের জোটকে 'নদী' আর জাতীয় জোটকে 'সমুদ্র' এর সাথে তুলনা করে কিছুটা নিস্ফল চেষ্টা করলেও দলের তরুণ তুর্কি কৌস্তব বাগচী সমেত একাধিক কংগ্রেস কর্মী কে বাগে আনা সম্ভব হল না।

একই অবস্থা এ রাজ্যের সিপিএম দলের। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় জেলায় শাসক দলের সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত নিচুতলার কমরেডরা যখন সবে গাইতে শুরু করেছেন, 'শহীদের রক্তঋণ শোধ করো-জোট বাঁধো, তৈরি হও...'

তখনই মুম্বাইতে মহাজোটের একই ফ্রেমে রাহুল-ইয়েচুরি-মমতার কোলাজ সেলিম সাহেবের অস্বস্তি বাড়ালো বৈকি। চোপরার বছর একুশের মনসুর আলম হোক বা আউশগ্রামের রাজিবুল হক, লালগোলার রওশন আলী হোক বা হাওড়ার আমতার আনিস খান, শাসকদলের হাতে নিহত কমরেডদের বিদেহী আত্মারা আফশোসের সুরে সুনীল 'এর কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন দুটো বলতেই পারেন, —

'ইচ্ছে করে বিবৃতি দিই ভাঁওতা মেরে জনসেবার,
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুনকালি দিই।'

একসময় প্রচলিত ছিল, 'রাজনীতি হল সম্ভাবনার শিল্প', কিন্তু আজকাল সেই সম্ভাবনার শিল্পই রাজনৈতিক দলের নিচুতলার কর্মীদের কাছে দুর্ভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যখন কলকাতা হাইকোর্টের প্রবাদপ্রতিম আইনজীবী সিপিএম এর বিকাশরঞ্জন বাবু একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিষেক ব্যানার্জিকে জেলে ভরতে বদ্ধপরিকর তখনই জাতীয় প্রেক্ষাপটে মহাজোটের সমন্বয় কমিটির একই পংক্তি তে অভিষেকের পাশে স্থান হল সিপিআই দলের ডি রাজার।

আসলে, সেই কবে কবি লিখেছিলেন, 'আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে...' অথচ আজ জোট রাজনীতির ভোট নীতির সমীকরণে সেটা ক্রমশই কেমন যেন ম্রীয়মাণ হয়ে পড়েছে। হাওড়ার কান্দুয়ায় কংগ্রেস কর্মীদের হাত কাটার ঘটনা হোক বা সাঁইবাড়ির গণহত্যা, সিপিএম এর সেই সব হার্মাদরা এখন ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দের বার্তা প্রচারে ব্যস্ত। কেরলে যুদ্ধং দেহী বাম-কংগ্রেস এখন কোরাস গাইছে 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি...'। পলিটব্যুরোর বেঙ্গল লাইনে এখন মেরামতির কাজ চলছে আর ১০, জনপথ 'যখন জ্যামার বসেছে তখন দুই দলের সাধারণ কর্মী আর ভোটকেন্দ্র অভিমুখে আমজনতার অবস্থা বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নবকুমারের মতো, 'পথিক ! তুমি পথ হারাইয়াছো?'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তিনটি কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের পরপর তিনটি কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের ওরগ্রাম রায়পাড়ায় রয়েছে খেপি মায়ের মন্দির। ৩০০ বছর ধরে হয়ে আসছে পুজো। বিভিন্ন সময়ে মায়ের ভক্তরা মাকে সোনা ও রুপো দিয়েছেন। সোমবার গভীর রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে মন্দিরে। প্রায় ১০ ভরি সোনা ও ৫ কিলো রুপো চুরি গিয়েছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি। রায়পাড়ায় অপর একটি মন্দির রয়েছে যা ছোট মা নামে পরিচিত। সেখানেও একই ভাবে চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি গিয়েছে এক ভরি সোনা ও চার ভরি রুপো।

ওরগ্রামের নতুন পাড়ায় রয়েছে বড় মায়ের মন্দির। সেখানেও ৩৫০ বছর ধরে হয়ে আসছে বড় মায়ের পুজো। সোমবার গভীর রাতে সেখানেও দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। সেখান থেকে পাঁচ ভরি সোনা ও ১০০ ভরি রুপো চুরি গেছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি। একই রাতে পরপর ৩টি মন্দিরে চুরির ঘটনায় বুধবার সকাল থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় পুজো।

বুধবার সকালে ৩৫০ বছরের রীতি মেনে বড় মায়ের বিসর্জন করার কথা ছিল। সেই বিসর্জন পর্বও স্থগিত রাখা হয় চুরির ঘটনার জেরে। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ভাতার থানার পুলিশ গ্রামে পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে কেঁদে ফেললেন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগে চোখের জলে ভাসালেন তৃণমূলের নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা। কর্মীদের সামনে নতজানু করে করজোড়ে প্রণাম করলেন তিনি।

দুর্গাপুজোর পর রাজ্যজুড়ে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে লড়াইয়ের মাঠ বুঝে নিতে নভেম্বর মাস থেকেই ঝাঁপাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসকদল। এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ১ নম্বর অমর্ষি ৭/১ অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে অমর্ষি বৃন্দাবনচন্দ্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এখানেই শতাধিক তৃণমূলের কর্মীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের একাধিক ব্লক নেতৃত্ব। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম সারিতে ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা

তৃণমূলের নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা। এই অনুষ্ঠানেই খেজুরি ১ ও ভগবানপুর ১ নং ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান হয় নবনিযুক্ত জেলা সভাপতিকে। এরপরেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগপূর্ণ ভাবে চোখের জলে ভাসালেন তৃণমূলের নব নিযুক্ত কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা। ভাষণ শুরু আগেই কার্যত কেঁদে ফেলেন তিনি। এরপরেই শতাধিক তৃণমূলের কর্মীর সামনে নতজানু করে প্রণাম করেন তিনি।

গোবর্ধন ও অন্নকূট উৎসবে পাহাড় চূড়ার মতো ভোগ মায়াপুর ইসকন

নিলয় ভট্টাচার্য

নদীয়া: বিশাল আকার ভোগের স্তূপ মায়াপুর ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে। আর এভাবেই ভোগ নিবেদন করা হল ভগবানের উদ্দেশ্যে। যা দেখে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ। বুধবার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে এভাবেই সাড়ম্বরে পালিত হল গোবর্ধন পুজো ও অন্নকূট উৎসব। আর এই পুজো উপলক্ষে মঙ্গলবার নদিয়ার ইসকন মায়াপুর মন্দিরে এই দিন সকালে মঙ্গল আরতির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় গোবর্ধন পুজো।

গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে ভোগের পাহাড় মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। মঙ্গলবার নদিয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে যে পরিমাণে ভোগ দেওয়া হয়, তাতে দূর থেকে মনে হয় একটি ছোটখাটো ভোগের পাহাড়। এদিন মহা সমারোহে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে পালিত হল গোবর্ধন অন্নকূট উৎসব। আর এই পুজো উপলক্ষে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে আগত হাজার হাজার দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীরা এই দিন সকাল থেকেই সমবেত হতে শুরু করেন মন্দির প্রাঙ্গণে।

অন্নকূট বা গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে এই দিন বিভিন্ন ভাষায় গিরি গোবর্ধনের ওপর ধর্মালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে।

এমনটাই জানান মায়াপুর ইসকন মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস। গিরিরাজ ভগবান গোবর্ধনকে এই দিন বিভিন্ন রকমের পদে সুসজ্জিত ভাবে ভোগ নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে গিরিরাজের প্রতীক। প্রতীক নিয়ে এই দিন সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে পরিক্রমা করবেন দেশ-বিদেশ থেকে আগত হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ।

এদিন মায়াপুর ইসকন জুড়ে সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের ঢল। অগণতি মানুষ দেশ তথা বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে আসেন এই গোবর্ধন পুজোয় অংশগ্রহণ করতে। এছাড়াও এই গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমান ভক্তরা। সকাল থেকে গোটা দিন এখানে কাটানোর পরিকল্পনা রয়েছে অনেকের। গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে ভক্ত সমাগমের কথা মাথায় রেখেই এদিন হাজার হাজার দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় ইসকনের তরফ থেকে।

ভাইফোঁটা উপলক্ষে নতুন মিষ্টিতে জনপ্রিয় চন্দননগরের দোকানগুলো

বনস্পতি দে ● হুগলি

আজ বুধবার ভাইফোঁটা। ধান, দূর্বা, চন্দনের সঙ্গে সঙ্গে প্লেটের পাশে শোভা পায় মিষ্টি। ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বিভিন্ন মিষ্টির পসরা সাজিয়ে বসেছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। ভাইফোঁটা উপলক্ষে নতুন নতুন মিষ্টি তৈরি করে জনপ্রিয় মিষ্টির দোকান।

এখন ভাইফোঁটা উপলক্ষে চকোলেট, ম্যাঙ্গো, নলেন গুড়ের জলভরা পছন্দ করছেন ক্রেতারা। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী চঞ্চল সাহা জানান, করোনার সময়ে সব ব্যবসার মতো মিষ্টান্ন ব্যবসাতে প্রভাব পড়েছিল। সেই কালো দিন যাতে আর না আসে তার জন্য শঙ্খ সন্দেশ তৈরি করা হয়েছে। ভাইফোঁটায় বোনেরা ভাইদের শুভকামনায় শঙ্খ সন্দেশ তৈরি করা হয়েছে। শোকেসে সাজানো পাঁচ কেজির শাঁখ আর জিভে জল আনা হরেক মিষ্টি ক্রেতাদের আকর্ষণ করছে। এবছর বেশ কয়েকটি নতুন ধরনের মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে। যার অধিকাংশের মূল উপাদান চকোলেট। সেই চকোলেট নিয়েই তৈরি হয়েছে প্লেন চকোলেট মিষ্টি। এছাড়া চকোলেট ফিটফাট, ঢালুয়া চকোলেট, বাটার বরফি, মঞ্জুরি বরফি সহ বিভিন্ন ধরনের সন্দেশের মিষ্টিও থাকছে। এছাড়াও থাকছে নলেন গুড়ের ক্ষীরপুলি, চকোলেট জলভরা প্রায় ৫০০ রকমের মিষ্টির আইটেম করা হয়েছে।

ঈশ্বর-ই পারেন হাতি থেকে বাঁচাতে, কালীপুজোর থিম ‘ভগবানের পীঠস্থান’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলের মানুষের নিত্য দিনের সমস্যা হাতি। একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান-ই পারেন এই হাতি সমস্যা সমাধান করতে। এই বিশ্বাস রেখেই ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়া ইউনাইটেড ক্লাব তাদের এই বছরের থিম রেখেছে ‘ভগবানের পীঠস্থান।’ পুকুরিয়ার যে জায়গায় কালী পুজো হয় সেই জায়গা হাতি করিডর হিসাবে পরিচিত। ৫৫ তম বর্ষে পা রেখেছে তাদের পুজো। হাতি থেকে বাঁচতে মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী পুকুরিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে এই থিম তুলে ধরা হয়েছে। মণ্ডপ জুড়ে একাধিক হাতির প্রতিমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে । পুজোমণ্ডপ থেকে সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে হাতি নিয়ে সচেতনতার বার্তাও। পুজোর দিন মাতৃ মূর্তি-র উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রেস ক্লাবের চেয়ারম্যান অমল দাস ও ঝাড়গ্রাম লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ উমা সরেন ও গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। পুকুরিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের কালী পুজো ছাড়া ঝাড়গ্রাম শহরের ২৫টি কালি পুজোর উদ্বোধন করেন তারা। তাদের এই বারের পুজোর বাজেট প্রায় চার লক্ষ টাকা।

পঞ্জাব নैशनल बैंक | pnb punjab national bank (भारत सरकार का उपक्रम) (Govt of India Undertaking) | Oriental Bank of Commerce | United Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সস্ত্র, সার্কেল অফিস, হুগলি, ২৩এ, রাই এম সি লাহিড়ি বাহাদুর স্ট্রিট
পো. শ্রীরামপুর, হুগলি (পব), পিন - ৭১২২০১, ইমেল আইডি : cs8240@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং গ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **শ্রী আশিফুল হক এবং শ্রী আরিফুল হক, বালিহট্ট (পশ্চিম পাড়া)** বালিহট্ট, পো. এবং থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৪৯ খ) এ/সি নং : **166800NC00000396 এবং 1668008700004354** গ) **ইটাচুনা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ৪.৩৭ শতক এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-পান্ডুয়া, জেএল নং ১০৮, আরএস দাগ নং ৮২২, এলআর দাগ নং ১০৯১, এলআর খতিয়ান নং ১২২৪৪, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলি। রেজিস্টার্ড অফিস- ডিএসআর ১, হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৩১২৩/১৯ -২০১৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৬০১-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৭৭০৪৫ থেকে ২৭৭০৬২। সম্পত্তি শ্রী আসিফুল হক, পিতা প্রয়াত আজিজুল হক। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মফিজুর রহমান এর ভবন, দক্ষিণে : আরিফুল হক এর সম্পত্তি এবং ভবন, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পশ্চিমে : মহ সোলিম এর ভবন সমন্বিত। ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ৪.৩৭ শতক এবং পাকা নির্মাণ এবং অবস্থিত মৌজা-পান্ডুয়া, জেএল নং ১০৮, আরএস দাগ নং ৮২২, এলআর দাগ নং ১৯১, এলআর খতিয়ান নং ১২২৩৮, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলি। রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর ১, হুগলি, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৩১২০/১৯, -২০১৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ০৬০১-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৭৭০৬৩ থেকে ২৭৭০৮০। সম্পত্তি শ্রী আরিফুল হক পিতা প্রয়াত আজিজুল হক এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আসিফুল হক এবং নৈমা হক এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : রসিদা বিবির ভবন,পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : মহ সালিম এর ভবন সমন্বিত।	**ক) ২৬.০৭.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ২০,০৯,৩২৫.৪৯ টাকা (কুড়ি লাখ নয় হাজার তিনশো পঁচিশ টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) ০১.০৭.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**
২.	ক) **শ্রী অর্ণব সাঁতরা (স্বত্বাধিকারী মেসার্স মডার্ণ কনস্ট্রাকশন)** গ্রাম - দেউলপাড়া, দেধারা, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৩০২ খ) এ/সি নং : **0162209300000041** গ) **সিঙ্গুর ইইউএনআই ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ দোকান ঘর, শপ নং “৫” পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৩৪৫.৬০ বর্গফুট এবং বিল্ট আপ এরিয়া ২২৮ বর্গফুট (২০ শতাংশ বিল্ড আপ এরিয়া) এক তলায় জি-৪ তলা বাণিজ্যিক তথা বসবাসের পরিচিত “রাজেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট” ভবনে এবং অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত বাস্তু জমির পরিমাণ মোট ১৩ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা-জলাঘাটা, জেএল নং ৭৯, হাল এলআর খতিয়ান নং ৯৬৯/২, ৩৪০৭, ৩৪০৮, ৩৪০৯, ৩৪১০, ৩৪১১, ৩৪১২, এবং ৩৪১৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪০১,সিঙ্গুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো এবং থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলি, অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রী অর্ণব সাঁতরা, পিতা শ্রী আনন্দ সাঁতরার নামে। রেজিস্ট্রিকৃত অফিস -এডিএসআর, সিঙ্গুর, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১৪০৪৪৯৩-২০১৯ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৪-২০১৯, পৃষ্ঠা ১১৯১৩৩ থেকে ১১৯১৮১। **দোকান ঘরের চৌহদ্দি :** উত্তরে : শপ নং ৪, দক্ষিণে : শপ নং ৬, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : সাধারণ গ্যারাজ সমন্বিত।	**ক) ২৩.০৮.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ১১,৭২,৯০০.৪৩ টাকা (এগারো লাখ বাহাত্তর হাজার নশো টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**
৩.	ক) **শ্রী পলাশ ঘোষ এবং শ্রীমতি নন্দিতা ঘোষ** দক্ষিণ শিয়াখালা, ব্যানার্জি পাড়া, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৭০৬ খ) এ/সি নং : **12837011000430** গ) **সিঙ্গুর ইওবিসি ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভিটা জমি এবং একতলা ভবন পরিমাণ ০.০৫ একর (কমবেশি) অবস্থিত মৌজা- সিয়াখালা,জেএল নং ১২, আরএস দাগ নং ১৩০৬, এলআর দাগ নং ১৪২১, এলআর খতিয়ান নং ২৭২৩, সিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দক্ষিণ সিয়াখালা ব্যানার্জি পাড়া, থানা -চণ্ডীতলা,জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, জনাই, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৫২১৬-২০১০, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৫০৭৮ থেকে ৫০৮৯। সম্পত্তি শ্রীমতি নন্দিতা ঘোষ, স্বামী শ্রী মনোজ ঘোষ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী সতীশ চন্দ্র দত্তক জমি, দক্ষিণে : সড়ক এবং শ্রী নিরাপদ মল্লিকের ভবন, পূর্বে : শ্রী অক্ষয় কুমার পালের জমি, পশ্চিমে : শ্রী কাজল মল্লিকের ভবন সমন্বিত।	**ক) ১৪.০৮.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ৪,৮২,৬৭৫.৯০ টাকা (চার লাখ বিরাশি হাজার ছশো পঁচাত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা) ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**
৪.	ক) **শ্রীমতি সোনালি মুখার্জি (স্বত্বাধিকারী মেসার্স সান অ্যান্ড মুন ড্রেসেস), এবং শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ওরফে মুখার্জি (জামিনদাতা)** গ্রাম এবং পো. নালিকুল, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪০৭ খ) এ/সি নং : **0162210010548 এবং 0162201B00000011** গ) **সিঙ্গুর ইইউএনআই ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ১ কাঠা ৪ ছটাক ৩৫ বর্গফুট সমপরিমাণ ২.১৫ শতক (কমবেশি) এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- বড়গাছিয়া, জেএল নং ১৪৬, আরএস প্লট নং ৮৯৫, এবং এলআর প্লট নং ১০০২, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৫, এলআর খ তিয়ান নং ১৬২৭, নালিকুল পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- হরিপাল,জেলা- হুগলি। সম্পত্তি শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ওরফে মুখ র্জি, পিতা শ্রী মোহিত কুমার মুখার্জি, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস -এডিএসআর, হরিপাল উল্লেখ্য দলিল নং ২৩২৫, -২০০৭ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫১, পৃষ্ঠা ১৭৭ থেকে ১৮৮ ।	**ক) ২৩.০৮.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ৯,৩৭,৯৮৩.০৩ টাকা (নয় লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার নশো তিরাশি টাকা এবং তিন পয়সা) ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**
৫.	ক) **শ্রীমতি মিত্রা পাল (স্বত্বাধিকারী মেসার্স ভারতী স্টোরস) এবং শ্রীমতি চিত্রা কুন্ডু (জামিনদাতা)** ২৪/১ গোস্বামী বাগান লেন, পো. শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২২৩ খ) এ/সি নং : **0160250022996** গ) **শেওরাফুলি ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান পরিমাণ এরিয়া ১২৯ বর্গফুট পরিচিত ভারতী স্টোর্স এবং অবস্থিত মৌজা-শেওড়াফুলি,জেএল নং ৬, আরএস দাগ নং ৪৩১৩, আরএস খতিয়ান নং ৩১৭, এলআর দাগ নং ৭৪৩২, এলআর খতিয়ান নং ১০৩৮৪, হোল্ডিং নং ২৪/১, গোস্বামী বাগান লেন, ওয়ার্ড নং ৯, বৈদ্যবাটী পুরসভা, থানা-শ্রীরামপুর,জেলা-হুগলি। সম্পতি রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৭৪৮৯-২০১৩ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ৭৪৬২ থেকে ৭৪৮৪, সম্পত্তি শ্রীমতি মিত্রা পাল, স্বামী শ্রী কানাই পাল এর নামে।	**ক) ২৩.০২.২০২৩ খ) ১৪.১১.২০২৩ গ) ৭,৯০,৭৮৮.৭৫ টাকা (সাত লাখ নব্বই হাজার সাতশো অষ্টআশি টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) ০১.০২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**
৬.	ক) **শ্রীমতি মণিমালা দে (স্বত্বাধিকারী মেসার্স রক্তিম এন্টারপ্রাইজ) এবং শ্রী রতিকান্ত দে (জামিনদাতা)** গ্রাম - দিঘলডাঙ্গা, দেপাড়া, পো. জগৎনগর, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪০৯ খ) এ/সি নং : **2708008700003685 এবং 270800JY00000011** গ) **নালিকুল ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ এরিয়া ৩.২৮ শতক এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-জগৎনগর, জেএল নং ৭৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৮২৫, মির্জাপুর-বাঁকিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা- সিঙ্গুর, জেলা হুগলি। সম্পত্তি শ্রীমতি মণিমালা দে, স্বামী শ্রী হারাধন দে এর নামে। রেজিস্ট্রিকৃত অফিস -এডিএসআর সিঙ্গুর, হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১৪০৩২১৬ -২০১৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং -০৬১৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ৮৫১৩০ থেকে ৮৫১৪৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৭ ফুট চওড়া, দক্ষিণে : সম্পত্তি নিশিকান্ত দে এর সম্পত্তি, পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।	**ক) ২৪.০৮.২০২৩ খ) ১৪.১১.২০২৩ গ) ১৭,১৫,৯৪৪.১৮ টাকা (সতের লাখ পনের হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং আঠারো পয়সা) ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**
৭.	ক) **শ্রী রাম চন্দ্র মাহাতো (স্বত্বাধিকারী মেসার্স শিবম শঙ্খ শিল্পালয়) এবং শ্রীমতি সন্ধ্যা মাহাতো (জামিনদাতা)** ২৮, বিনয় বাদল দীনেশ কলোনি, ত্রিবেণী, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৫০৩ খ) এ/সি নং : **0156250006019 এবং 0156300048684** গ) **বাঁশবেড়িয়া ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১০ ছটাক সমপরিমাণ ০.০২৭ একর, এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- ত্রিবেণী বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং ৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৩২২, আরএস দাগ নং ১৯৮৭, এলআর এবং হাল দাগ নং ৩৭৯১, এলআর খতিয়ান নং ৪০৮০, ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা, থানা-মগরা, জেলা-হুগললি। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, চুঁচুড়া, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ১৪৩ থেকে ১৫০, উল্লেখ্য দলিল নং ৫৩৫, -২০০৪ সালের, অনুযায়ী শ্রীমতি সন্ধ্যা মোহান্ত স্বামী শ্রী মদন লাল মোহান্ত। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দেবু মিত্রর ভবন,দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ সড়ক, পূর্বে : রুইদাস তালুকদার এর ভবন, পশ্চিমে : অনিল সমাদ্দারের সম্পত্তি সমন্বিত।	**ক) ২৫.০৮.২০২৩ খ) ১৪.১১.২০২৩ গ) ৬৩,১৯,২৪৮.০২ টাকা (তেষট্টি লাখ উনিশ হাজার দুশো আটচল্লিশ টাকা এবং দুই পয়সা) ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**

তারিখ : ১৫.১১.২০২৩
স্থান : শ্রীরামপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI, RACPC Kalyani Branch (64220)
B-9 / 139, Civic Centre, Central Park,
P.O. & P.S.-Kalyani Dist.- Nadia E-mail: sbi.64220@sbi.co.in

সংশোধনী

উল্লেখ্য দখল বিজ্ঞপ্তি যা ‘একদিন’ সংবাদপত্রের ১২.১০.২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, মুদ্রণ প্রমাদের ফলে ২য় অনুচ্ছেদে কেন্দ্রের নাম পড়তে হবে এসবিআই আরএসিপিসি কল্যাণী- এসবিআই শিবরামপুর এর পরিবর্তে। বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

SBI **এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)**
পোঃঅঃ- খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০২
ই-মেল : sbi.00202@sbi.co.in

সংশোধনী

গত ইংরাজি ১৪.১১.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ‘গাড়ি নিলাম’ বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে **ক্র. নং. (ক)** -এ ‘ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা “এসবিআই কাটোয়া শাখা”-র অনুকূলে’ এর পরিবর্তে ‘ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা “**এসবিআই খড়গপুর শাখা**”-র অনুকূলে’ পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

পঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank | United Bank of India | Oriental Bank of Commerce

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ স্বত্বা. মেসার্স এন. এস. এন্টারপ্রাইজ** খ) **রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ**	মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দ্রপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পুরসভা অধীন, মৌজা - বাসুদেবপুর, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লট নং ৩১৮, এলআর প্লট নং ৪৬৮, এলআর খতিয়ান নং ১৭২০, প্রকৃতি/জমির ধরণ - বাস্তু/ভিটা, পরিমাণ ৬ ডেসিমেল, তিন তলা ভবন, পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি স্বপ্না রানি সিংহ এর নামে, স্বামী বিজয় প্রতাপ সিংহ, উল্লেখ্য নথিভুক্ত বিক্রয় দলিল নং ৩৭৬৭-১৯৭৬, তারিখ : ০৩.০৫.১৯৭৬, এবং বিক্রয় দলিল নং ৩৭৬৮-১৯৭৬, তারিখ : ০৩.০৫.১৯৭৬, উভয় রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর জঙ্গিপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অবস্থিত জমি এবং ভবনের সকল অংশ সমন্বিত। **জমির মালিক :** শ্রীমতি স্বপ্না রানি সিংহ, স্বামী বিজয় প্রতাপ সিংহ, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দ্রপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পুরসভা অধীন, পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৪৬৯, দক্ষিণে : প্লট নং ৪৬৭, পূর্বে : পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক সমন্বিত।	**ক) ২৪.০৫.২০২৩ খ) ১০.১১.২০২৩ গ) ১,১৬,২০,৪৫৭.৬৫ টাকা (এক কোটি ষোলো লাখ কুড়ি হাজার চারশো সাতান্ন টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) টাকা** ২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ

তারিখ : ১০.১১.২০২৩
স্থান : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

इंडियन बैंक Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি. টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ইমেল : apcargarden.asansol@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল-৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ, আসানসোল (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে ২৮,৯৬, ৮৩৫.০০ টাকা** (আঠাশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ টাকা) **১০.১১.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ ১১.১১.২০২৩ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ, আসানসোল (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** আদায় করা হবে **শ্রী রাকেশ রোশন বর্মা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী উমেশ চন্দ্র বর্মা, ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি, আসানসোল - ৭১৩৩০৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, **জামিনদাতাগণ : ১) শ্রী মিথিলেশ কুমার বর্মা,** পিতা শ্রী উমেশ চন্দ্র বর্মা, ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি, আসানসোল - ৭১৩৩০৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, **২) শ্রীমতি নীতু বর্মা,** স্বামী রাকেশ রোশন বর্মা, ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি, আসানসোল - ৭১৩৩০৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
ক) **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী রাকেশ রোশন বর্মা** পিতা শ্রী উমেশ রোশন বর্মা, ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি,আসানসোল- ৭১৩৩০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, **জামিনদাতাগণ : শ্রী মিথিলেশ রোশন বর্মা** পিতা শ্রী উমেশ চন্দ্র বর্মা, ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি, আসানসোল- ৭১৩৩০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, **শ্রীমতি নীতু বর্মা** স্বামী রাকেশ রোশন বর্মা, ময়দা কল মোড়, শহিদ সুকুমার পল্লি, আসানসোল- ৭১৩৩০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান খ) **আপকার গার্ডেন শাখা, আসানসোল।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ডি৪, পঞ্চমতলে,জি-৪ তলা, এম এফ প্লাজা ভবনে অবস্থিত ৫ম তল এম এফ প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭৫ বর্গফুট এবং একটি ২ চাকা যানের পার্কিং স্পেস একতলায় মৌজা- আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, থানা-আসানসোল দক্ষিণ অধীন, ওয়ার্ড নং ১৯, এস পি মুখার্জি রোড, মুর্গাসোল গুরদোয়ারার নিকট, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্যর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড সমন্বিত।	**২৮,৯৬,৮৩৫.০০ টাকা** (আঠাশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ টাকা) **১০.১১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য মূল্য এবং চার্জ সহ ১১.১১.২০২৩ থেকে	**ক) ১৫,৮০,০০০.০০ টাকা (*) খ) ১,৫৮,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB50455933469 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.১২.২০২৩ থেকে ০৮.১২.২০২৩ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৪.১২.২০২৩, সময় - দুপুর ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর “১৮০০১০২৫০২৬” এবং “০১১-৪১১০ ৬১৩১” যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১০.১১.২০২৩
স্থান : আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে **১৮.১২.২০২৩** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৮.১২.২০২৩

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - ‘আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।’

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**শ্রী সুজিত কুমার মন্ডল (স্বত্বাধিকারী মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ) পিতা বাণেশ্বর মন্ডল, শ্রীমতি সিপ্রা মন্ডল, (জামিনদাতা মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ)** স্বামী শ্রী সুজিত কুমার মন্ডল সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা ভবন অবস্থিত জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ঘাটাল, এডিএসআরও : ঘাটাল,মৌজা- কোন্নগর, জেএল নং ১৪৭, আরএস খতিয়ান নং ২৯/২, ২৯/৪ এবং ২৯/৬, আরএস প্লট নং ৬৫৪ ৬৫৬,এলআর প্লট নং ১৫০৬, এরিয়া - ০৪.৮০ ডেসিমেল, তপশিল সম্পত্তির শ্রেণি-বাস্তু, আর ও আর অনুযায়ী বর্তমানে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৬২৬/১, ওয়ার্ড নং ১৩, কোন্নগর, ঘাটাল পুরসভা, থানা-ঘাটাল,পিনকোড : ৭২১২১২। চৌহদ্দি : উত্তরে : অমিয় বেরার দোতলা পাকা ভবন, দক্ষিণে : পুরসভার ঢালাই রোড, পূর্বে : প্রতিমা ভট্টাচার্যর দোতলা পাকা ভবন, পশ্চিমে : রাজকুমার দিন্দার দোতলা পাকা ভবন সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী সুজিত কুমার মন্ডল এবং শ্রীমতি শিপ্রা মন্ডল এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-৮০৫-২০০২ সালের।**	সম্পত্তি : ১ ক) ৫৬,৩১,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৬৩,১০০.০০ টাকা	৫২,১৬,৫৪৮.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ ষোলো হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ টাকা) ৩০.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১১.১২.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৫.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

১০ দিনের সদ্যোজাতকে নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ গৃহবধূর

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

মাত্র ১০ দিনের সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক গৃহবধূ। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া সদর থানার বাসুলিতড়া গ্রামে। এরপর পুলিশে খবর দিলে মঙ্গলবার ভোর নাগাদ পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা গিয়ে কুয়ো থেকে মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মানসিক অবসাদের জেরে এই আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া সদর থানার বাসুলিতড়া গ্রামের ঝুমা বাউরির সঙ্গে বছর দেড়েক আগে বিয়ে হয় বেলিয়া গ্রামের তরুণ বাউরির। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের টানপোড়েন শুরু হয় ঝুমার। এরই মাঝে ঝুমা অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়লে ঝুমা বাপের বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। দিন দশেক আগে ঝুমা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। সন্তানের জন্মের পর স্বামী তরুণ বাউরি সন্তান সহ স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে ঝুমার শারিরীক দুর্বলতার জন্য সন্তান সহ ঝুমাকে বাসুলিতড়া গ্রামে নিয়ে যান বাপের বাড়ির লোকজন।

পরিবারের দাবি, গতকাল রাত দশটা নাগাদ বাপের বাড়ি থেকেই সন্তান সহ নিখোঁজ হয়ে যান ঝুমা। দীর্ঘক্ষণ ধরে খোঁজ করার পর বাপের বাড়ির লোকজন দেখেন, বাড়ির অদূরে একটি কুয়োয় ঝুমা ও তাঁর সন্তানের দেহ ভাসছে। পরিবারের লোকজন দাবি করেন, এমনিতেই শারিরীক ভাবে দুর্বল ছিলেন ঝুমা। সন্তান প্রসবের পর সামান্য মানসিক সমস্যাও দেখা দেয়। সেই অবসাদের জেরেই আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কেক কেটে, খেলনা দিয়ে আরামবাগ হাসপাতালে শিশু দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১৪ নভেম্বর মঙ্গলবার শিশু দিবস। এদিন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। তিনি বাচ্চাদের খুব ভালোবাসতেন। তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করে দেশ জুড়ে শিশু দিবস পালিত হয়। হুগলির আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এসডিএইচ ভবনের শিশু বিভাগে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সাজিয়ে তোলা হয়েছিল হাসপাতালে গেট থেকে শুরু করে শিশু বিভাগটি। এদিন শিশুদের সঙ্গে কেক কেটে শিশু দিবস পালন করলেন হাসপাতালে চিকিৎসক সুব্রত ঘোষ, কলেজের প্রিন্সিপাল রমাপ্রসাদ রায়, মেডিসিন বিভাগের প্রধান কেশব চন্দ্র সিনহা। বাচ্চাদের হাতে একটি করে খেলনা বেলুন, বল তুলে দেন শিশু চিকিৎসকেরা। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সুব্রত ঘোষ বলেন, 'এই দিনটি শিশু দিবস হিসাবে পালন করা হয়। সেজন্য আজকে আমরা একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি হাসপাতালের শিশু বিভাগে। শিশুদের দিয়ে কেক কাটানো হয়েছে। ওদের হাতে খেলনা পেন্সিল চকলেট বল খাতা পেন্সিল দিলাম। যারা এখানে অভিভাবকরা আছেন তারাও একটু আনন্দ পেল শিশুরাও খুশি হল।' আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ রমাপ্রসাদ রায় বলেন, 'আজকের দিনটা শিশুদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের হাসপাতালে শিশু বিভাগে প্রতিবছরই এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে।'

রেশনের জিনিসে ওজনে কারচুপি, সাসপেন্ড ডিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: রেশনের সামগ্রী চুরি করে গ্রাহকদের ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগ। হাতেনাতে ধরা পরে সাসপেন্ড রেশন ডিলার। সিল করা হয়েছে দোকান। আটক করা হয়েছে রেশন ডিলারের ছেলে ও কর্মচারীকে। জানা গিয়েছে চাপে পড়ে অভিযোগ মেনে নিয়েছে রেশন ডিলার। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার হরিনাথপুর এলাকার।

এদিন চাপে পড়ে চাল চুরি আটা চুরির কথা স্বীকার করে রেশন ডিলারের ছেলে শান্তনু সাধু। তারপরেই রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। রেশন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তারপর থেকেই ইডি আধিকারিকারা বিভিন্ন জায়গায় হানা দেয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেশন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ, রেশন থেকে যে স্লিপ বেরোচ্ছে তার পেছন দিকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ডিলার। রেশনের স্লিপে ১৯ কেজি নিট স্লিপ দিলেও ১৫ কেজি পণ্য দেয়া হচ্ছিল। ফলে বিক্ষোভ দেখায় গ্রাহকরা। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ প্রায় আড়াই হাজার গ্রাহকের পাঁচ বছর ধরে চাল আটা চুরি করা হচ্ছিল বলে

অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এলেন বাগদা ফুড ইনস্পেক্টর সঞ্জীব চক্রবর্তী ও বাগদা থানার পুলিশ। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন ফুড ইনস্পেক্টর। পাশাপাশি রেশন ডিলারের ছেলে শান্তনু সাধু ও কর্মচারীকে আটক করে বাগদা থানার পুলিশ। শেষ পর্যন্ত রেশন দোকান সিল করে দিলেন ফুড ইনস্পেক্টর। পাশাপাশি সাসপেন্ড করা হলো রেশন ডিলারকে। স্থানীয়দের দাবি খুব শীঘ্রই যদি রেশন ডিলার পরিবর্তন না করা হয় তাহলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

adventz

CIN : L36993WB1995PLC069510

Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/09/2023	Quarter ended 30/06/2023	Quarter ended 30/09/2022	Half year ended 30/09/2023	Half year ended 30/09/2022	Year Ended 31/03/2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	**Income from operations**						
	a) Interest Income	105.93	86.23	96.22	192.16	191.73	386.12
	b) Rental Income	10.27	307.87	10.27	318.14	23.97	44.51
	Total Income from operations (net)	**116.20**	**394.10**	**106.49**	**510.30**	**215.70**	**430.63**
2	**Expenses**						
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	20.68	20.65	33.78	41.33	52.20	103.82
	c) Depreciation and amortisation expense	0.91	0.90	1.06	1.81	1.98	4.63
	d) Other expenditure	31.07	19.00	14.45	50.07	21.90	67.83
	Total expenses	**52.66**	**40.55**	**49.29**	**93.21**	**76.08**	**176.28**
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	63.54	353.55	57.20	417.09	139.62	254.35
4	Other Income	15.94	10.40	13.47	26.34	13.14	52.78
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	79.48	363.95	70.67	443.43	152.76	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	79.48	363.95	70.67	443.43	152.76	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-		-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	**79.48**	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**307.13**
10	Tax Expenses	-	-	-		-	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	**79.48**	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**239.81**
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs...........)	-	-	-		-	-
13	**Net Profit/(Loss) for the period (11-12)**	**79.48**	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**239.81**
14	Share of Profit/(Loss) from Associate	3,996.36	8,658.65	3,504.47	12,655.01	3,502.46	(1,593.57)
15	**Net Profit/(Loss) for the period (13-14)**	**4,075.84**	**9,022.60**	**3,575.14**	**13,098.44**	**3,655.22**	**(1,353.76)**
16	**Other Comprehensive Income/ (Loss)**						
	Items that will not be reclassified to profit or loss	2,488.18	1,859.14	616.29	4,347.32	366.77	(431.84)
	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(569.30)	(425.37)	(141.01)	(994.67)	(83.92)	98.80
17	**Total Comprehensive Income for the period**	**5,994.72**	**10,456.37**	**4,050.42**	**16,451.09**	**3,938.07**	**(1,686.80)**
18	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
19	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-		-	33,323.01
20	Earning per Share (EPS)						
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items (not annualised)	72.42 (not annualised)	160.32 (not annualised)	63.53 (not annualised)	232.75 (not annualised)	64.95 (not annualised)	(24.05)
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items	72.42 (not nnualised)	160.32 (not annualised)	63.53 (not annualised)	232.75 (not annualised)	64.95 (not annualised)	(24.05)

Consolidated Statement of Assets And Liabilities (Rs.In Lakhs)

	Particulars	As at 30-09-2023 (unaudited)	As at 31-03-2023 (Audited)
	ASSEST		
(1)	**Financial Assets**		
(a)	Cash and Cash Equivalents	57.30	239.24
(b)	Loans	3,733.10	3,303.89
(c)	Investments	50,531.71	33,380.88
(d)	Other Financial Assets	10.64	3.68
		54,332.75	**36,927.69**
(2)	Non-Financial Assets		
(a)	Inventories	2.32	2.32
(b)	Current Tax Assets (Net)	129.10	89.70
(c)	Property, Plant and Equipment	15.34	17.15
(d)	Other Non-Financial Assets	60.65	59.60
		207.41	168.77
	TOTAL ASSETS	**54,540.16**	**37,096.46**
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	**Financial Liabilities**		
(a)	Borrowings (Other than Debt Securities)	2,419.98	2,419.98
		2,419.98	**2,419.98**
(2)	**Non-Financial Liabilities**		
(a)	Provisions	76.14	76.14
(b)	Deferred Tax Liabilities (Net)	1,639.62	644.96
(c)	Other Non-Financial Liabilities	67.54	69.59
		1,783.30	**790.69**
(3)	**Equity**		
(a)	Equity Share Capital	562.78	562.78
(b)	Other Equity	49,774.10	33,323.01
		50,336.88	33,885.79
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**54,540.16**	**37,096.46**

Segment wise Consolidated Revenue, Results and Capital Employed for the quarter ended 30th September, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/09/2023	Quarter ended 30/06/2023	Quarter ended 30/09/2022	Half year ended 30/09/2023	Half year ended 30/09/2022	Year Ended 31/03/2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Segment Revenue						
	a) Investments Activities	121.87	96.63	109.36	218.50	204.87	438.25
	b) Rental Activities	10.27	307.87	10.27	318.14	23.97	44.51
		132.14	**404.50**	**119.63**	**536.64**	**228.84**	**482.76**
2	Segment Results						
	a) Investments Activities	119.27	96.62	109.69	215.89	204.85	431.39
	b) Rental Activities	9.52	297.68	2.28	307.20	14.55	27.70
		128.79	**394.30**	**111.97**	**523.09**	**219.40**	**459.09**
	Less : Unallocable Expenses	49.31	30.35	41.30	79.66	66.64	152.62
		79.48	363.95	70.67	443.43	152.76	306.47
	Add : Unallocable Revenue	-	-	-	-	-	0.66
		79.48	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**307.13**
3	Segment Assets						
	a) Investments Activities	54,275.45	47,752.49	42,613.09	54,275.45	42,613.09	36,688.45
	b) Rental Activities	48.19	48.19	44.77	48.19	44.77	58.46
	b) Unallocable	87.42	78.79	111.23	87.42	111.23	259.84
		54,411.06	**47,879.47**	**42,769.09**	**54,411.06**	**42,769.09**	**37,006.75**
4	Segment Liabilities						
	a) Investments Activities	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	b) Unallocable	2,493.63	2,499.28	2,480.67	2,493.63	2,480.67	2,495.69
		2,563.65	**2,569.30**	**2,550.69**	**2,563.65**	**2,550.69**	**2,565.71**

Notes :

1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th November, 2023

2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.

3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.

4 Investments in Associate namely "Adventz Finance Private Limited" has been accounted as per Equity Method as per IND AS 28.

5 Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.

6 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.

7 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.

8 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs. 1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs. 25000/- p.m. to KPT.

The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against them in District Court for which Decree had been obtained and appeal filed by the tenant in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off . The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant.

A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company in the current quarter as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company.

9 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. A tenant to whom it is subleased has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. No rental income or expenses have been accounted for.

10 In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. Management feels it is prudent not to account for, until receipt.

11 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Place : Kolkata
Dated : 14th November, 2023

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

adventz

CIN : L36993WB1995PLC069510

Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/09/2023	Quarter ended 30/06/2023	Quarter ended 30/09/2022	Half year ended 30/09/2023	Half year ended 30/09/2022	Year Ended 31/03/2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	**Income from operations**						
	a) Interest Income	105.93	86.23	96.22	192.16	191.73	386.12
	b) Rental Income	10.27	307.87	10.27	318.14	23.97	44.51
	Total Income from operations (net)	**116.20**	**394.10**	**106.49**	**510.30**	**215.70**	**430.63**
2	**Expenses**						
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	20.68	20.65	33.78	41.33	52.20	103.82
	c) Depreciation and amortisation expense	0.91	0.90	1.06	1.81	1.98	4.63
	d) Other expenditure	31.07	19.00	14.45	50.07	21.90	67.83
	Total expenses	**52.66**	**40.55**	**49.29**	**93.21**	**76.08**	**176.28**
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	63.54	353.55	57.20	417.09	139.62	254.35
4	Other Income	15.94	10.40	13.47	26.34	13.14	52.78
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	79.48	363.95	70.67	443.43	152.76	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	79.48	363.95	70.67	443.43	152.76	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-		-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	**79.48**	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**307.13**
10	Tax Expenses	-	-	-		-	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	**79.48**	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**239.81**
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs...........)	-	-	-		-	-
13	**Net Profit/(Loss) for the period (11-12)**	**79.48**	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**239.81**
14	**Other Comprehensive Income/(Loss)**						
	Items that will not be reclassified to profit or loss	2,488.18	1,859.14	616.29	4,347.32	366.77	(431.84)
	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(569.30)	(425.37)	(141.01)	(994.67)	(83.92)	98.80
15	**Total Comprehensive Income for the period**	**1,998.36**	**1,797.72**	**545.95**	**3,796.08**	**435.61**	**(93.23)**
16	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
17	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-		-	6,120.68
18	Earning per Share (EPS)						
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items (not annualised)	1.41 (not annualised)	6.47 (not annualised)	1.26 (not annualised)	7.88 (not annualised)	2.71 (not annualised)	4.26
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items (not annualised)	1.41 (not annualised)	6.47 (not annualised)	1.26 (not annualised)	7.88 (not annualised)	2.71 (not annualised)	4.26

Standalone Statement of Assets And Liabilities (Rs.In Lakhs)

	Particulars	As at 30-09-2023 (unaudited)	As at 31-03-2023 (Audited)
	ASSETS		
(1)	**Financial Assets**		
(a)	Cash and Cash Equivalents	57.30	239.24
(b)	Loans	3,733.10	3,303.89
(c)	Investments	10,674.37	6,178.55
(d)	Other Financial Assets	10.64	3.68
		14,475.41	**9,725.36**
(2)	**Non-Financial Assets**		
(a)	Inventories	2.32	2.32
(b)	Current Tax Assets (Net)	129.10	89.70
(c)	Property, Plant and Equipment	15.34	17.15
(d)	Other Non-Financial Assets	60.65	59.60
		207.41	168.77
	TOTAL ASSETS	**14,682.82**	**9,894.13**
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	**Financial Liabilities**		
(a)	Borrowings (Other than Debt Securities)	2,419.98	2,419.98
		2,419.98	**2,419.98**
(2)	**Non-Financial Liabilities**		
(a)	Provisions	76.14	76.14
(b)	Deferred Tax Liabilities (Net)	1,639.62	644.96
(c)	Other Non-Financial Liabilities	67.54	69.59
		1,783.30	**790.69**
(3)	**Equity**		
(a)	Equity Share Capital	562.78	562.78
(b)	Other Equity	9,916.76	6,120.68
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**14,682.82**	**9,894.13**
		14,682.82	**9,894.13**

Segment wise Standalone Revenue, Results and Capital Employed for the quarter ended 30th September, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/09/2023	Quarter ended 30/06/2023	Quarter ended 30/09/2022	Half year ended 30/09/2023	Half year ended 30/09/2022	Year Ended 31/03/2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Segment Revenue						
	a) Investments Activities	121.87	96.63	109.36	218.50	204.87	438.25
	b) Rental Activities	10.27	307.87	10.27	318.14	23.97	44.51
		132.14	**404.50**	**119.63**	**536.64**	**228.84**	**482.76**
2	Segment Results						
	a) Investments Activities	119.27	96.62	109.69	215.89	204.85	431.39
	b) Rental Activities	9.52	297.68	2.28	307.20	14.55	27.70
		128.79	**394.30**	**111.97**	**523.09**	**219.40**	**459.09**
	Less : Unallocable Expenses	49.31	30.35	41.30	79.66	66.64	152.62
		79.48	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**306.47**
	Add : Unallocable Revenue	-	-	-	-	-	0.66
		79.48	**363.95**	**70.67**	**443.43**	**152.76**	**307.13**
3	Segment Assets						
	a) Investments Activities	14,418.11	11,891.51	10,314.73	14,418.11	10,314.73	9,486.12
	b) Rental Activities	48.19	48.19	44.77	48.19	44.77	58.46
	b) Unallocable	87.42	78.79	111.23	87.42	111.23	259.84
		14,553.72	**12,018.49**	**10,470.73**	**14,553.72**	**10,470.73**	**9,804.42**
4	Segment Liabilities						
	a) Investments Activities	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	b) Unallocable	2,493.63	2,499.28	2,480.67	2,493.63	2,480.67	2,495.69
		2,563.65	**2,569.30**	**2,550.69**	**2,563.65**	**2,550.69**	**2,565.71**

Notes :

1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th November, 2023.

2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.

3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.

4 Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.

5 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.

6 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.

7 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs.25000/- p.m. to KPT.

The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against them in District Court for which Decree had been obtained and appeal filed by the tenant in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off . The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant.

A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company in the current quarter as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company.

8 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. A tenant to whom it is subleased has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. No rental income or expenses have been accounted for.

9 In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. Management feels it is prudent not to account for, until receipt.

10 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Place : Kolkata
Dated : 14th November, 2023

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

DUKE COMMERCE LIMITED

CIN : L51909WB1982PC035425

Registered Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001

Phone : (033) 22488891/92, E-mail : duke.commerce@yahoo.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 September 2023

(Rs. In Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 30-09-2023	Quarter ended 30-06-2023	Quarter ended 30-09-2022	Half year Ended 30-09-2023	Half year Ended 30-09-2022	Year Ended 31-03-2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	**Income**						
	(a) Revenue from Operations						
	Interest Income	0.15	0.15	0.50	0.30	0.50	0.05
	Dividend Income	27.35	-	27.33	27.35	27.33	68.94
	Net gain on fair value changes	1.31	0.77	-	2.08	-	1.32
	Total Revenue from Operation	**28.81**	**0.92**	**27.83**	**29.73**	**27.83**	**70.31**
	(b) Other Income	-	-	-	-	-	1.28
	Total Income (a+b)	**28.81**	**0.92**	**27.83**	**29.73**	**27.83**	**71.59**
2	**Expenses**						
	a) Finance Costs	-	-	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments	-	-	-	-	-	0.01
	c) Employees benefit expenses	1.82	1.35	1.33	3.17	2.23	4.62
	d) Depreciation and amortisation expense	0.33	0.19	-	0.53	-	0.02
	e) Other expenditure	1.26	1.35	1.49	2.61	3.75	4.95
	Total Expenses	**3.41**	**2.89**	**2.82**	**6.31**	**5.98**	**9.60**
3	**Profit / (Loss) before tax (1-2)**	25.40	(1.97)	25.01	23.42	21.85	61.99
4	**Tax Expenses**	-	-	-	-		**16.27**
5	**Profit / (Loss) for the period (3-4)**	**25.40**	**(1.97)**	**25.01**	**23.42**	**21.85**	**45.72**
6	**Other comprehensive income**						
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	4,836.30	3,591.40	(1,195.47)	8,427.70	471.40	(3,189.42)
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	**4,836.30**	**3,591.40**	**(1,195.47)**	**8,427.70**	**471.40**	**(3,189.42)**
7	**Total comprehensive income/ (loss) for the period (5+6)**	**4,861.70**	**3,589.43**	**(1,170.46)**	**8,451.12**	**493.25**	**(3,143.70)**
8	**Paid-up equity share capital (Face value per share : Rs. 10/-)**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	Other Equity	-	-	-	-	-	13,756.39
10	Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 10/- each (Not Annualised)						
	(a) Basic	2.65	(0.21)	2.61	2.45	2.28	4.78
	(b) Diluted	2.65	(0.21)	2.61	2.45	2.28	4.78 (Annualised)

NOTES:

1) The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th of November, 2023

2) The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.

3) The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.

4) The Limited Review for the quarter ended 30th September 2023 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015.

5) The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter ended 30 September 2023.

Standalone Statement of Assets And Liabilities as on 30th September, 2023

(Rs In Lakhs)

	Particulars	As at 30-09-2023 (Unaudited)	As at 31-03-2023 (Audited)
	ASSETS		
(1)	**Financial Assets**		
	Cash and Cash Equivalents	30.20	61.36
	Loans	5.13	0.52
	Investments	23,482.33	19,137.45
		23,517.66	**19,199.33**
(2)	**Non-Financial Assets**		
(a)	Current Tax Assets (Net)	7.65	17.43
(b)	Property, Plant & Equipment	1.56	-
(c)	Other Non-Financial Assets	-	0.01
		9.21	17.44
	TOTAL ASSETS	**23,526.87**	**19,216.77**
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	**Financial Liabilities**		
(a)	Other Financial Liabilities	0.01	-
		0.01	-
(2)	**Non-Financial Liabilities**		
(a)	Provisions	0.01	-
(b)	Deferred Tax Liabilities (Net)	1,223.69	1,727.77
		1,223.70	**1,727.77**
(3)	**Equity**		
(a)	Equity Share Capital	95.66	95.66
(b)	Other Equity	22,207.50	17,393.34
		22,303.16	17,489.00
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**23,526.87**	**19,216.77**

Statement of Cash Flows for the period ended 30th September, 2023

(Rs In Lakhs)

Particulars	As at 30-09-2023 (Unaudited)	As at 30-09-2022 (Unaudited)
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
Profit/(Loss) before tax:	23.42	21.85
Adjustments:		
Interest from Income Tax Department	-	-
Provision for Standard Assets	-	-
Provision for Sub-Standard/Doubtful Assets	-	-
Net gain from Fair value changes	(2.08)	-
Depreciation	0.52	-
Operating Profit before Working Capital changes	21.86	21.85
Adjustments for (increae)/decrease in Operating Assets:		
Loans	0.43	(0.52)
Other Financial Assets	0.07	-
Other Non-Financial Assets	-	(0.01)
Adjustments for increase/(decrease) in Operating Liabilities		
Other Financial Liabilities	(0.24)	(0.34)
Cash generated from operations	**22.12**	**20.98**
Income taxes paid (net of refunds)	1.91	(4.78)
Net Cash Inflow / (Outflow) from Operating Activities	**24.03**	**16.20**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
Net Cash Inflow/(Outflow) from Investing Activities	**(81.65)**	**-**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Net Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES	(57.62)	16.20
Add : Cash and cash equivalents at beginning of the year	87.82	45.16
Cash and cash equivalents at end of the year	**30.20**	**61.36**

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
BIHARI LAL KANOONGO
DIRECTOR
DIN : 00486606

Place : Kolkata
Date : 14th November, 2023

ইন্ডিয়া জোটে চওড়া হল ফাটল!

জাতগণনা প্রসঙ্গে এবার রাহুলকে খোঁচা অখিলেশের

লখনউ, ১৪ নভেম্বর: পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটপর্বের মাঝে বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়ায় ফাটল আরও চওড়া হওয়ার ইঙ্গিত মিলল। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব মঙ্গলবার জাতগণনার প্রশ্ন তুলে সরাসরি নিশানা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে। পরিস্থিতি দেখে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের পূর্বাভাস, লোকসভা ভোটের আগে আবার অকংগ্রেস তৃতীয় ফ্রন্টের দিকে ঝুঁকতে পারেন প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদবের পুত্র।

সোমবার মধ্যপ্রদেশের সাতনায় কংগ্রেসের প্রচারসভায় রাহুল জাতগণনাকে 'এক্স-রে'-র সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, 'মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস বিহারের মতোই জাতগণনার নীতি অনুসরণ করবে। অনগ্রসরদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করে তাঁদের প্রকৃত সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।' রাহুলের সেই মন্তব্যকে খোঁচা দিয়ে মঙ্গলবার অখিলেশের মন্তব্য, 'এক্স-রে-র মতো পুরনো পদ্ধতি কেন? এখন তো এমআরআই, সিটি স্ক্যানের মতো নতুন প্রযুক্তি বেরিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, কংগ্রেস তো দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় ছিল। তখন তারা এক্স-রে করায়নি কেন?'

আগামী ১৭ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশে এক দফায় ২৩০টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন। সমাজবাদী পার্টির অভিযোগ, কংগ্রেস তাদের ছ'টি আসন দেওয়ার কথা বলেও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেছে। শেষ পর্যন্ত ১৮টি কেন্দ্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি। এই পরিস্থিতিতে ভোটের আগে দু'দলের তরজার সুর ক্রমশ চড়ছে। গত মাসে মধ্যপ্রদেশে প্রচারে গিয়ে অখিলেশ কংগ্রেসের জাতগণনার দাবিকে 'মিরাকল' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, 'এখন সকলে বুঝতে পারছে, অনগ্রসর শ্রেণির ভোট না পেলে সফল হওয়া যাবে না। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা করিয়েও তার ফল প্রকাশ করা হয়নি।'

জবাবে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কমল নাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, বিধানসভা নির্বাচন নয়, আগামী লোকসভা ভোটের লক্ষ্যেই গড়া হয়েছে 'ইন্ডিয়া'। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, অখিলেশরা বুঝতে পারছেন, জাতপাতের রাজনীতি করে তাঁরা কংগ্রেসের যে ভোটে ভাগ বসিয়েছিলেন, এখন কংগ্রেস ফের সেই ভোট ফিরে পেতে চাইছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি আগেই যাদব ছাড়া অখিলেশের অন্যান্য অনগ্রসর (ওবিসি) গোষ্ঠীগুলির ভোটে ভাগ বসিয়েছে। এ বার জাতগণনার দাবি তুলে কংগ্রেসও ওবিসি ভোটব্যাংকে ভাগ বসাতে চাইছে দেখে সুর চড়াচ্ছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান।

লাদাখ থেকে শ্রীলঙ্কা কাঁপল জোরালো ভূমিকম্পে

কলম্বো, ১৪ নভেম্বর: জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলম্বো-সহ শ্রীলঙ্কার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীলঙ্কার ৮০০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে, ভারত মহাসাগরের নীচে এই ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের সিসমোলজিক্যাল সেন্টার। মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এই ভূমিকম্পের অভিকেন্দ্র। সিসমোলজিক্যাল সেন্টার আরও জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.২।

প্রাথমিকভাবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। শ্রীলঙ্কার জিওলজিক্যাল সার্ভে অ্যান্ড মাইনস ব্যুরো জানিয়েছে, এই ভূমিকম্প থেকে তাদের দেশে ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, জোরালো কম্পনের জেরে শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কলম্বোয় বহুতল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় বাসিন্দাদের। সমুদ্রের তলে ভূমিকম্প হলেও, এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নি।

অন্যদিকে, এদিন দুপুর ১টা বেজে ৮ মিনিটে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে লাদাখ উপত্যকা। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির রিপোর্ট অনুযায়ী, লাদাখের কার্গিল সেক্টরের ৩১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এই ভূমিকম্পের উৎস ছিল। মাটি থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পটির অভিকেন্দ্র। সোমবার সন্ধ্যায় তাজিকিস্তানে একটি ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে, সোমবার বিকেল ৫টা বেজে ৪৬ মিনিটে এই কম্পন অনুভূত হয়েছিল। মাটি থেকে ১৯৪ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পটির অভিকেন্দ্র।

মিজোরাম পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ জুন্টা সেনার

ক্রমশ বাড়ছে শরণার্থীদের ঢল

আইজল, ১৪ নভেম্বর: মায়ানমারে তুঙ্গে গৃহযুদ্ধ। শুরুর দিকে জুন্টার পাল্লা ভারী থাকলেও ক্রমে শক্তিবৃদ্ধি করছে বিদ্রোহীরা। পড়শি দেশে লাগাতার চলা এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের আঁচ পড়ছে ভারতেও। মিজোরামে নেমেছে শরণার্থীর ঢল। উদ্বিগ্ন মণিপুরও।

শুধু তাই নয়, বিদ্রোহীদের দীর্ঘদিন ধরেই মায়ানমারে গণতন্ত্রকামী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে বার্মিজ সেনা তথা 'টাটমাদাও'-য়ের লড়াই চলছে। ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে দেশটির সামরিক বা জুন্টা সরকার। রবিবার প্রতিবেশী দেশটির বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস' (পিডিএফ) মায়ানামার সেনার দুটি ঘাঁটি দখল করে ফেলে। প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে মিজোরামে ঢুকে পড়েন মায়ানমার সেনার জওয়ানরা। সোমবার বিকালে মিজোরাম পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ৩৯ জন জওয়ান বলে খবর। একই সঙ্গে নেমেছে শরণার্থীর ঢল। মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসা এই কুকি-চিন গোষ্ঠীর মানুষরা মণিপুরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারেন বলে আশঙ্কা। এদের হাতিয়ার করতে পারে কুকি জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো বলেও মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার এই বিষয়ে মিজোরাম পুলিশের আইজিপি লালবিয়াকথাঙ্গা খিয়াংতে জানিয়েছেন, 'মায়ানমার সীমান্তের দুই সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় পিডিএফ। দখল করে নেওয়া হয় ওই ঘাঁটিগুলো। যার জেরে মায়ানমারের সেনা জওয়ানরা মিজোরামে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। গতকাল বিকেলে তাদের মধ্যে ৩৯ জন জওয়ান মিজোরাম পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আমরা সকলকে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছি। মিজোরাম পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা মোট বার্মিজ সেনা আধিকারিকের সংখ্যা ৪২। একই সঙ্গে মায়ানমারের প্রায় ৫ হাজারের উপর নাগরিক সীমান্তবর্তী দুই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২০জন আহত ছিলেন। আহতদের আইজলে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। গতকাল রাত থেকে সীমান্তে আর কোনও সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়নি। তবে আমরা জানি না মায়ানমারের সেনা আকাশপথে হামলা চালাবে কিনা। সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছি না।'

উল্লেখ্য, গণতন্ত্রের দাবিতে উত্তাল মায়ানমার। মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিমে সাগাইং প্রদেশে সরকারি বাহিনী ও পিডিএফের মধ্যে এই সংঘর্ষ বহুদিনের। পালটা ফৌজের নিপীড়নে প্রাণ হারিয়েছেন কয়েক হাজার গণতন্ত্রকামী। সেনাশাসন শেষ করতে তীব্র যুদ্ধ চালাচ্ছে বিদ্রোহী বাহিনী। প্রাণ বাঁচাতে বহু মানুষ ভারতে পালিয়ে আসছেন। মিজোরাম ও মণিপুরে আশ্রয় নিচ্ছে পালিয়ে আসা কুকি-চিন গোষ্ঠীর মানুষ। আশঙ্কা করা হচ্ছে মায়ানমার থেকে আসা এই শরণার্থীরাও আশ্রয় নিতে পারে মণিপুরে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসইআর-কেজিপিডব্লু-ডিপিওএইচ-অ্যাক্সেল ড্রাইভ-২, তারিখঃ ১৩.১১.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএমই (ডিজেল), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং **বেলা ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** সিঙ্গল টেন্ডার ভিত্তিতে ওইএম-এর মাধ্যমে এইচএস-এসপিএআরটি-এর ফাইনাল অ্যাক্সেল ড্রাইভ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও মেরামতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৪,২৫,০০৫ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৮৮,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১১.২০২৩ বেলা ৩টা। **টেন্ডারের ধরণ ঃ** সিঙ্গল। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও বিশদ ঃ** **www.ireps.gov.in** ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/কেজিপিডব্লুএস/মেকানিক্যাল। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-811)**

NIT Nos. :
SFDC/MD/NIT-25(e)/2023-24,
SFDC/MD/NIT-27(e)/2023-24,
SFDC/MD/NIT-26(e)/2023-24
&
SFDC/MD/NIT-28(e)/2023-24

SFDC Ltd. invites 4 (four) nos. tender for the works "**(i)** Protection work, jetty, different building, road with drain & dry dock, **(ii)** 25 MT Ice Plant in connection with construction of fish landing center at Haripur, **(iii)** Protection work, jetty, different building, road with drain & dry dock in connection with construction of fishing harbor at Namkhana and **(iv)** Electrical work at Namkhana & Haripur". Bid submission end date on **11.12.2023 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **13.12.2023 at 4.00 p.m.** For details please visit our websites : **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

শুরু হয়েছে সেবি আয়োজিত ট্রেড ফেয়ার

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর: ভারতের বিনিয়োগের বাজারের উন্নয়নের প্রচারে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে শুরু হল ৪২তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনার ট্রেড ফেয়ার, ২০২৩। যা চলবে আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। সেবি আয়োজিত এই ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করেছে বিএসই, এনএসই, এমসিএক্স, এনসিডিইএক্স, সিডিএসএল, এনএসডিএল, এএমএফআই, এএনএমআই এবং সিপিএআই। 'ভারত কা শেয়ার বাজার' নামক তৈরি হওয়া এই প্যাভিলিয়নে এবারের থিম 'বৈষয়িক সমৃদ্ধি কা আধার, ভারত কা শেয়ার বাজার'। জি২০ থিম 'বসুদেব কুটুম্বকম'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই থিম তৈরি করা হয়েছে।

এদিন সেবির হোল টাইম মেম্বার কমলেশ চন্দ্র ভার্সনে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এমনিতেও সেবি সারা বছর ধরেই বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যা মূলত টেকনোলজি সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

গাজার পার্লামেন্ট দখল করল ইজরায়েলি সেনা

জেরুজালেম, ১৪ নভেম্বর: হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা ভূখণ্ডের পার্লামেন্ট ভবনের দখল নিল ইজরায়েলি সেনা। মঙ্গলবার ভোরে তীব্র লড়াইয়ের পর ওই ভবনটি দখল করা হয়েছে বলে ইজরায়েলি সেনার দাবি। 'যুদ্ধজয়ের' পরে ভবনের অন্দরে ইজরায়েলের পতাকা নিয়ে সেনার গোলান ব্রিগেডের সদস্যদের উল্লাসের ছবিও মঙ্গলবার প্রকাশ করেছে তেল আভিভ।

স্বশাসিত প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে দেড় দশক আগেই গাজায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল হামাস। পার্লামেন্ট ভবনটিও ছিল তাদেরই দখলে। গত ২৭ অক্টোবর 'গ্রাউন্ড অপারেশন' শুরুর পরে ইজরায়েলি সেনার এই সাফল্যের 'প্রতীকী তাৎপর্য' রয়েছে বলে সামরিক পর্যবেক্ষক এবং কূটনীতিকদের একাংশের অনুমান। অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘের তরফে জানানো হয়েছে, গত ৪০ দিনের সংঘর্ষে গাজায় তাদের ১০১ জন কর্মী নিহত হয়েছেন।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মঙ্গলবার সেনার এই সাফল্যে খুশি প্রকাশ করে বলেছেন, 'হামাসকে পুরোপুরি উৎখাত না করা পর্যন্ত গাজায় অভিযান চলবে।' অন্যদিকে, ইজরায়েল সেনার মুখপাত্র দানিয়েল হাগারির হুঁশিয়ারি, 'আমরা গাজাকে দ্রুত হামাসমুক্ত করব।'

ফের পাকিস্তানে জঙ্গি নেতার রহস্যমৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১৪ নভেম্বর: ফের অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের হামলা। করাচির ওরাঙ্গি ডাউন এলাকায় খুন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মৌলানা রহিম উল্লাহ তারিক। রবিবার, এক ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার সময়ই অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে পালায় বলে জানিয়েছে পাক পুলিশ। মঙ্গলবার তারা জানিয়েছে, মৌলানা তারিককে হত্যার উদ্দেশ্যেই তাকে গুলি করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদ বলেই চিহ্নিত করেছে ইসলামাবাদ। এই নিয়ে গত সাত মাসে পাকিস্তানে সাত শীর্ষ স্থানীয় জঙ্গি নেতা খুন হল। এই সাতজনেরই নাম ছিল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গিদের তালিকায়। কারা এই জঙ্গি নেতাদের এক এক করে হত্যা করছে, সেই নিয়ে ক্রমে ঘনাচ্ছে রহস্য। প্রায়শই পাকিস্তানের দরিদ্র এলাকাগুলিতে গিয়ে ভারত বিরোধী বিদ্বেষ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করত মৌলানা তারিক। ঘৃণামূলক বক্তৃতা দিত। রবিবারও তার ব্যাতিক্রম ছিল না। করাচির বস্তি এলাকা, ওরাঙ্গি টাউনশিপে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ করে হাজির হয় দুই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী। তাকে গুলি করে মুহূর্তের মধ্যে এলাকা থেকে চম্পট দেয়।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে। **ক্রমিক নং. ১, ই–টেন্ডার নংঃ ২৩৩_২০২৩–২৪, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে খানা–বোলপুর শান্তিনিকেতন শাখায় গুসকরা–পিচকুড়িরঢাল–এর মধ্যে কিমি. ২৪/২৩–২৫–তে লেভেল ক্রসিং নং. ৫–এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫,০৮,৪০,৯৯৪.৪২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,০৪,২০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই–টেন্ডার নংঃ ২৩৪_২০২৩–২৪, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে রামপুরহাট–পাকুড় শাখায় রামপুরহাট–স্বাধীনপুরের মধ্যে কিমি. ১০৪/৩–৫–তে লেভেল ক্রসিং নং. ২৫–এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,২০,১৪,৪০৭.৭০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৬০,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। (ক্রমিক নং ১ ও ২–এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২–এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই–টেন্ডার পোর্টাল)–তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-350/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬,
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ "**যেখানে যা আছে**", "**যেখানে যা কিছু আছে**", "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে আগামী **২৯.১১.২০২৩** তারিখ @ **সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৯.১১.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮.১১.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৯.১১.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৮.১১.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** "কমলা ভিলা" নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা - নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন** । **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪**	১. ১৯,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৯,৩০০.০০ টাকা	১৭,১৫,৫৪৫.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৬২৯৪২৭৫৭৭৮**	১. ৬,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ৬২,৪০০.০০ টাকা	১৪,৩৬,১৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে,** জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১২,৬৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৬,৪০০.০০ টাকা	১৩,৮৪,৩৬৬.০০ টাকা (তেরো লাখ চুরাশি হাজার তিনশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা-ইলিয়াস সেখ** **শাখা- কালীচর** **সম্পত্তি -** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং একতলা ভবন, যা থাঙ্গাপাড়া মৌজায় অবস্থিত জেএল নং- ৭০, এল.আর. প্লট নং-১৪৯৭, এলআর খ নং-১০২০/১, ঝিলু-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা মঙ্গলকোট। **জনাব ইলিয়াস সেখের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- শ্রী মাজাল সেখ এর থ্যাচ শেড, দক্ষিণ- মালিকের খোলা জমি, পূর্ব- মালিকের খোলা জমি, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিক্রান্ত কুমার- ৮০৯৭৯৪৪৯০৯**	১. ৫,০৭,০০০.০০ টাকা ২. ৫০,৭০০.০০ টাকা	৮,৮৭,৬৪৪.০০ টাকা (আট লাখ সাতাশি হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি -** প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৪,১০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪১,০০০.০০ টাকা	১৬,৩২,৭৫১.০০ টাকা (যোলো লক্ষ বত্রি হাজার সাতশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ওম হ্যাচারি,** **শাখা- মোহনপুর** সম্পত্তি- জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩.৫৮৩ কাঠা বা ২৫৮০ বর্গফুট এবং হোল্ডিং নং ৯৯/১৯, আরএস দাগ নং ১৭২১, এলআর দাগ নং ১৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮১, টি.সি.আই.রোড, বড় শ্রীরামপুর, বড় শ্রীরামপুর কৃষ্ণ চন্দ্র ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, ওয়ার্ড নং ৩৫, ভাটপাড়া পৌরসভা, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) পোস্ট - নারায়ণপুর, থানা- জগদ্দল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩১২৬ এ অবস্থিত। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রিতেশ দাস- ৮২৫০৭৩০০০৭**	১. ১২,৯৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৯,৬০০.০০ টাকা	১২,৭৮,২৯৭.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - ৭৯০৯০২৭৫৬০**	১. ৩৯,২১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৯২,১০০.০০ টাকা	৯,৭৪,২১৭.০০ টাকা (নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সতেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী সাধনা দাস** **শাখা: পুলিশ লাইন** **সম্পত্তি :** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং, রাজগঞ্জ, পরিমাপ- ১৬৪০ বর্গফুট , অবস্থান- মালিরবাগান, রাজগঞ্জ কালীতলার কাছে, মৌজা- বর্ধমানে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৪৬৪, জেএলনং ৩০, আরএস প্লট নং ৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১২২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৬৯৮, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, পোস্ট- রাজবাটি, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০২। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৩৪,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৪৭,৩০০.০০ টাকা	১৭,৯৪,১১১.০০ টাকা (সতেরো লাখ চুরানব্বই হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা-সাগরদিঘী** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি ২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা — ১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,২০,০০.০০ টাকা	২৬,৩৪,১৪৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি -** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন।** পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	২৮,৩৬,৪৫৯.০০ টাকা (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার চারশত উনষাট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতা-শ্রীরাম অয়েল মিল** **শাখা- বর্ধমান প্রধান** **সম্পত্তি -** ০.০২ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, বোনাপাসে অবস্থিত, প্লট নং আরএস ৫১৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩১৫৫, আরএস খতিয়ান নং- ২২৮, জেএল নং- ২১, মৌজা বোনাপাস, থানা- ভাতার, পোস্ট- বোনাপাস, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৫, শ্রী জয়দেব মিস্ত্রী পিতা- প্রয়াত কিরীটী মোহন মিস্ত্রীর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- সুভাষ দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- ডোবা, পশ্চিম- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: মুন্না রাজা: ৯৪৩১২৮২৭৭১**	১. ৪,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ৪৮,২০০.০০ টাকা	৯,৮৪,৭৪৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
	ঋণগ্রহীতা- প্রথম কুমার ঝা **শাখা: আসানসোল (০৭১৩১)** **সম্পত্তি-** বিজয় ভবনে আবাসিক ৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং টু হুইলার পার্কিং সহ, যা পুরানহাট মেইন রোডে অবস্থিত, পোস্ট - বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, হোল্ডিং নং ৫৪১/২৫, ওয়ার্ড নং ৯৫, জেএল নং ২১, আসানসোল পৌরসভা কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, সিএস প্লট নং ২২৪১, আরএস প্লট নং ৪২৬৪, সিএস খতিয়ান নং ৩৩৫, আরএস খতিয়ান নং ২৮২২, মৌজা - নরসিবান্ধ -তে অবস্থিত, পরিমাপ ৭৯০ বর্গফুট। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব - কালু খানের বাড়ি, পশ্চিম- উৎপল সাহার বাড়ি, উত্তর - ধবলেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়ি, দক্ষিণ - পূর্ণহাট মেইন রোড দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী প্রবীণ কুমার - ৭৬৬৭০ ১৫০১৪**	১. ১৩,৮৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,৩৮,৪০০.০০ টাকা	১৫,৮৮,৬৮৫.০০ টাকা (পনেরো লক্ষ অষ্টআশি হাজার ছয়শত পঁচাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **২৮.১১.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ১৩.১১.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

আজ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি ভারত বনাম নিউ জিল্যান্ড, টিকিটের চাহিদা আকাশছোঁয়া

ওডিআই বিশ্বকাপে মুখোমুখি

ভারত-নিউ জিল্যান্ড

মুখোমুখি-	১০
ভারত জয়ী-	৪
নিউ জিল্যান্ড জয়ী-	৫

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত ও নিউ জলিয়্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশই বাড়ছে। ম্যাচের টিকিট জোগাড় করতে হন্যে হয়ে এর-তার দ্বারস্থ হচ্ছেন অনেকে। সেই টিকিট নিয়ে চলছে কালোবাজারিও।

সেমিফাইনাল ম্যাচের এক একটি টিকিটের দর হাঁকানো হচ্ছে এক লক্ষ টাকারও বেশি। ভারত ও নিউ জলিয়্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচের টিকিট কালোবাজারির অভিযোগে মুম্বইয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রোশন গুরুবক্ষনি। অভিযোগ, ভারত ও নিউ জলিয়্যান্ডের সেমিফাইনাল ম্যাচের টিকিট এক লক্ষ ২০ হাজার টাকায় বিক্রির চেষ্টা করছিলেন রোশন। তখনই হাতেনাতে গ্রেফতার হন তিনি। অভিযুক্তের কাছ থেকে দু'টি টিকিটও উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযুক্ত রোশনের সঙ্গে আরও এক জন জড়িত ছিলেন বলেও তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে পুলিশ। অন্য অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

অভিযুক্ত রোশন এবং দ্বিতীয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিশ্বকাপ ম্যাচের টিকিট কেনার বিষয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার প্রভিন মুন্ধে।

প্রসঙ্গত, বুধবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল। মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত এবং নিউ জলিয়্যান্ড।

মাঠের বাইরের 'প্রতিপক্ষ'ও ভাবাচ্ছে না উইলিয়ামসনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে শেষ দুটি প্রশ্ন হলো নিউজিল্যান্ডের মাঠের বাইরের 'প্রতিপক্ষ' নিয়ে। প্রশ্নগুলো কী, তা জানার আগে মাঠের বাইরের 'প্রতিপক্ষ'কে চেনানো যাক। এবার বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচে গ্যালারিতে কী দেখা যাচ্ছে? ভারতের নীল জার্সির 'সুমদ্র'!

ভারতীয়রা এমনিতেই ক্রিকেটপাগল, তার ওপর বিশ্বকাপ হচ্ছে ভারতেরই মাটিতে; গ্যালারিতে 'নীল সুমদ্র' দেখাটাই স্বাভাবিক। সমর্থকদের এই 'সুমদ্র'ই প্রতিপক্ষ দলগুলোর জন্য আরেক প্রতিপক্ষ। কেইন উইলিয়ামসকে তা মনে করিয়ে দিতেই ভীষণ স্মার্টনেস দেখালেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা কাগজ,কলমে ৩৩, ১০৮। আগামীকাল এই স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড। স্বাভাবিকভাবেই এ ম্যাচে মাঠের বাইরে কিউইদের 'প্রতিপক্ষ' হবেন ভারতের সমর্থকেরা। আলাদা একটা চাপ তো থাকবেই।

উইলিয়ামসনকে সেটি মনে করিয়ে দিলে উত্তর যেন তৈরিই ছিল, 'আরও বেশি হবে।' নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক বোঝাতে চাইলেন, ভারতীয় সমর্থকদের সংখ্যা ৩৩ হাজার নয়, আরও বেশি হবে। এমন প্রতিকূল পরিবেশেও নিউজিল্যান্ড যে ভালো খেলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী, সেটাও পরিস্কার এমন কথায়। অর্থাৎ, উইলিয়ামসন ভালো করেই জানেন যে ভারতের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে টুইটম্বর নীল জার্সির গ্যালারি না দেখাটাই অস্বাভাবিক।

সংবাদকর্মী উইলিয়ামসনকে পরের প্রশ্নে বিষয়টি আবারও মনে করিয়ে দেন যে তিনি ৩৩ হাজার ভারতীয় সমর্থককে বুঝিয়েছেন। উইলিয়ামসনকে ঠান্ডা মাথার মানুষ আখ্যা দিয়ে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে প্রতিপক্ষ দলের এত বেশি সমর্থকের সামনে দল কীভাবে স্নায়ুচাপ ধরে রাখবে? উইলিয়ামসন বললেন, 'আমরা জানি, প্রচুর নীল সমর্থক (ভারতীয়) তাদের দলকে সমর্থন দেবে এবং সেটাও খুব আবেগের সঙ্গেই। কিন্তু একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার কাছে এত বেশি সমর্থকের সামনে খেলার সুযোগ পাওয়াটা বিশেষ কিছু।' কিউই অধিনায়ক অবশ্য আশাবাদী, সেমিফাইনালে ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে তাঁদেরও কিছু সমর্থক থাকবেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং